ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-66 ■ 6 December, 2025 ■ আগরতলা ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদি-পুতিন বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জোর

ভারতের জন্য অটুট জ্বালানি সরবরাহ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রাশিয়ার

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার রাজধানীর হায়দরাবাদ হাউসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। দুই নেতা অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করেন। হায়দরাবাদ হাউসে পৌঁছানোর আগে প্রেসিডেন্ট পুতিন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিংহ। দিনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে পুতিনকে গার্ড অব অনারসহ আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয়।

রুশ প্রেসিডেন্টের ভারতের কর্মসূচি বেশ ব্যস্ত। তিনি আজ পরে ভারত মন্ডপমে একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে যোগ দেবেন, যেখানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি ভবনে পুতিনের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করেন। বিমানবন্দরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, যা ছিল এক বিরল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। মোদি নিজেই পুতিনকে একই গাড়িতে নিয়ে আসেন। মোদি রুশ প্রেসিডেন্টকে রুশ ভাষায় 'ভগবদ্‌গীতা'-র একটি কপি উপহার দেন। সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ মোদি লেখেন, "রুশ ভাষায় গীতার একটি কপি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে উপহার দিয়েছি। গীতার শিক্ষা সারা বিশ্বের লাখো মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়।" পুতিনের এই সফর আসে মোদির ২০২৪ সালের জুলাই মাসের মস্কো সফরের পরপরই, যেখানে পুতিন নিজ বাসভবন নোভো-ওগারিওভোতে মোদিকে আতিথ্য দিয়েছিলেন। টানা উচ্চপর্যায়ের এই যোগাযোগ দুই দেশের স্থিতিশীল, টেকসই ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করছে। এদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার ভারতের সঙ্গে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পাইলট সংকটে ব্যাহত ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা

যাত্রী দুর্ভোগ চরমে, সংসদে তোলপাড় তদন্তের নির্দেশ, নিয়ম শিথিলের আবেদন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর।। দেশের বৃহত্তম লো-কস্ট বিমান সংস্থা ইন্ডিগোতে অভূতপূর্ব ফ্লাইট বাতিলের জোয়ার দেখা দিয়েছে। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত তিন দিনে প্রায় ৭৫০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিমানবন্দরগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে এবং হাজার হাজার যাত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়েছেন। পাইলট সংকট ও শীতকালীন সময়সূচির অতিরিক্ত চাপকে এ পরিস্থিতির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে এয়ারলাইন।

প্রসঙ্গত, ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার নেপথ্যে দেশের উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-র একটি বিধিকে দায়ী করা হচ্ছে। বিমান পরিষেবায় নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে পাইলট এবং বিমানকর্মীদের কাজের সময় এবং বিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল দেশের। 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনস' নামের ওই বিধিতে বলা হয়েছিল প্রতি সপ্তাহে পাইলট এবং বিমানকর্মীদের বিশ্রামের জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে মাত্র ২টি বিমান রাতে অবতরণ করাতে পারবেন এক জন পাইলট (আগে সংখ্যাটা ছিল ৬)।তা ছাড়া ওই বিধিতে বলা হয়, পাইলট এবং বিমানকর্মীদের পর পর দু'দিন নাইট ডিউটি দেওয়া যাবে সপ্তাহে এক বারই। ২০২৪ সালের জুনেই এই বিধি কার্যকর করার কথা ছিল। কিন্তু বিমানসংস্থাগুলির অনুরোধে তা বার বার পিছিয়ে যায়। সম্প্রতি নতুন বিধি কার্যকর করার জন্য ডিজিসিএ-কে নির্দেশ দেয় দিল্লি হাই কোর্ট। জুন এবং নভেম্বরে দুই দফায় ধাপে ধাপে নির্দেশিকায় থাকা নিয়মাবলীগুলি কার্যকর করার পথে হাঁটে ডিজিসিএ। দেশের ৯০টি এবং বিদেশের ৪৫টি বিমানবন্দরে পরিষেবা দিয়ে থাকে তারা। ইন্ডিগোর অনেক বিমানই রাতে অবতরণ করে। তাই নয়া বিধিতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে এই বিমানসংস্থাই। নয়া বিধি মেনে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে যত সংখ্যক কর্মী এবং পাইলট প্রয়োজন, বর্তমানে তা ইন্ডিগোর নেই। পাইলট এবং কর্মী অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে ইতিমধ্যেই যাত্রীদের কাছে একাধিক বার ক্ষমাও চেয়েছে ইন্ডিগো। এবিষয়ে সিভিল এভিয়েশন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও যাত্রীদের ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। *দেশজুড়ে ইন্ডিগোর ৫০০-রও বেশি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিভিন্ন বিমানবন্দরে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ একের পর এক বিমান বাতিল হওয়ায় অসংখ্য যাত্রী আটকে পড়েছেন বিমানবন্দরেই। নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তারা। এর ব্যতিক্রম নয় ত্রিপুরাও। রাজধানীর এমবিবি বিমানবন্দরে একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় এদিন। আগরতলা—কলকাতা রুটের বেশ কয়েকটি ফ্লাইট শুক্রবার বাতিল হয়ে যায়। ফলে নাজেহাল অবস্থার মুখে পড়েন যাত্রীরা। জনৈক এক যাত্রী জানান, তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন কলকাতায়। বৌভাত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুপুরের বিমানে ওঠার কথা ছিল তাঁদের। অনলাইনে ফ্লাইট 'অন টাইম' দেখালেও বিমানবন্দরে* ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নেশাগ্রস্ত যুবকের দায়ের কোপে আহত মা ও ছেলে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর ।। মোহনপুরের জগৎপুরের গোবর্ধন পাড়ায় নেশাগ্রস্ত প্রতিবেশীর হামলায় গুরুতরভাবে আহত হলো এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ও তার মা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালবেলা।

আহত ছাত্রের নাম দেবরাজ দেবনাথ (দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশী দীপক সূত্রধর নামের ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রতিবেশীদের উত্ত্যক্ত করে আসছিল। শুক্রবার সকালেও সে বকাবকি শুরু করলে দেবরাজ ও তার মা আলপনা দেবনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। অভিযোগ, তখনই দীপক ধারালো দা নিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকে মা---ছেলেকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে।

দেবরাজের কাঁধ ও হাতে গভীর ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু বাংলাদেশী যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করায় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক বাংলাদেশী যুবকের। মৃত যুবকের নাম সুকিরাম(২৫)। নিহত সুকিরাম বাংলাদেশে উপজেলার কর্মধা ইউনিয়নের মুরইছড়া বস্তির দাসনু উরাংয়ের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার, কৈলাসহর ১৯৯ হিরাছড়া বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন ভারতীয় ভূখণ্ডে।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মুরইছড়া সীমান্ত এলাকায় গরু চরাতে আসে বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে সুকীরাম ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে থাকে। একপর্যায়ে সুকিরাম গরু আনতে গিয়ে ভারতের ১৯৯ হিরাছড়া বিএসএফ ক্যাম্পের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সূত্রের খবর, তাকে থামতে নির্দেশ দেওয়া হলেও সে নির্দেশ অমান্য করে। পরে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বিএসএফ। গুলিটি তার পিঠে গিয়ে লাগে। সেই গুলিতে এই গুরুতর আহত হয় সুকিরাম। পরের স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মূলত সীমান্তের শূন্য রেখা অতিক্রম করায় বিএসএফ তাকে গুলি করেছে বলে বিজিবির তরফে দাবি করা হয়েছে। বিএসএফের তরফে এবিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে পাচার রুখতে যৌথ অভিযান: বিশালগড়ে গোডাউনে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মালামাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। মহকুমা প্রশাসন ও জেলা আরক্ষা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ অবৈধ মালামাল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা শাসক এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা যৌথভাবে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

গোপন তথ্য অনুযায়ী, মধুপুর বাজারের ইউকো ব্যাংক সংলগ্ন একটি গোডাউনে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য বিপুল পরিমাণ পণ্য মজুত রাখা হয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে মহকুমা প্রশাসন ও জেলা আরক্ষা বাহিনীর দল হানা দেয় রাকেশ দেবনাথের গোডাউনে।

অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণে চালের বস্তা এবং বিপুল কসমেটিক সামগ্রী। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এসব সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই বেআইনিভাবে জমা করা হয়েছিল। জিনিসপত্রগুলির বৈধ কোনো কাগজপত্র ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের উন্নয়ন চায় সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের উন্নয়নের পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলছে। তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের স্বনির্ভরতা তথা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসসি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিগত দিনে কর্পোরেশনগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি।

রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার মাধ্যমে এগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলছে। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে এসসি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের এসসি সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপস্থিত আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কর্পোরেশনের উন্নয়নকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মসূচি এবং বর্তমান অবস্থার বিষয়ে অবগত হন।

বৈঠকের প্রথমেই সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে এসসি কর্পোরেশনের এমডি জয়ন্ত দে কর্পোরেশনের অতীত এবং বর্তমানের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, এত দিন পর্যন্ত কর্পোরেশনের কোন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ছিল না। ইতিমধ্যেই ৮ জন মেম্বার এবং ৩জন অফিসিয়াল মেম্বার নিয়ে একটি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস গঠন করা হয়েছে। এমডি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস, বর্তমান কর্পোরেশনের অবস্থার একটি সার্বিক রূপরেখা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। বৈঠকে এসসি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পিনাকী দাস চৌধুরী, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দিপা ডি. নায়ার উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।

শ্রমকোড, নতুন বিলের প্রতিবাদে ৮ ডিসেম্বর রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রে মোদি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ এবং 'শ্রম কোড', 'বীজ বিল ২০২৫' ও 'বিদ্যুৎ বিল ২০২৫'-সহ একাধিক বিলের বিরুদ্ধে বিস্তৃত অভিযোগ ও সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সরকার ধারাবাহিকভাবে জনস্বার্থ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার পথে হাঁটছে।

দলের অভিযোগ, ২০১৪ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে "গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করে সরকারপন্থী প্রচার ও বিভাজনমূলক রাজনীতি"কে উৎসাহ দিচ্ছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটপন্থী আর্থিক সিদ্ধান্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের কারণে দেশের বৃহৎ অংশ অর্থনৈতিক চাপে পড়েছে।

কংগ্রেসের দাবি, গত পাঁচ বছরে দেশে ২,০৪, ২৩৮টি কোম্পানি বন্ধ হয়েছে, "ভুয়া ও সেল কোম্পানি"র সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে, বহু সংস্থা শ্রমিকদের পাওনা না দিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করেছে। এছাড়া শিল্প উতাদনে পতন, বিদ্যুৎ খাতে সংকোচন, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে মা ও মেয়ের উপর নৃশংস হামলা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর ।। *ধর্মনগরে মা ও মেয়ের ওপর নৃশংস হামলার অভিযোগ উঠেছে। মহিলা থানা অভিযোগ নিতে গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ। তিনদিন পর অবশেষে এফআইআর রেজিস্টার করা হয়েছে।*

ধর্মনগর মহকুমার রেলস্টেশন সংলগ্ন পুর-পরিষদের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে রবিবার দুপুরে মা—মেয়ের ওপর ঘটে শারীরিক নির্যাতনের নৃশংস ঘটনা। অভিযোগ, হামলার পর ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে রীতিমতো গড়িমসি ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হন নির্যাতিতরা। থানার পক্ষ থেকে রিসিভ কপি দিতেও তালবাহানা করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৩০ নভেম্বর রবিবার দুপুর ১২টার দিকে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাইভেট টিউশন করতে যাচ্ছিলেন রহিমা খান। পথে ধর্মনগর থানার পুলিশ কর্মী সামসুল হকের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলে তিনি সেই দিকনির্দেশ দেন। টিউশন শেষে দুপুর প্রায় ১টার সময় বাড়ি ফেরার পথে তিন ব্যক্তিসামসুল হক, নুরুল হক ও ময়নুল হকরহিমার পথ আটকায় এবং অভিযোগ অনুযায়ী তিনজন মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। রহিমার চিৎকারে ছুটে আসেন তাঁর মা আয়েসা বেগম। তাকেও চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে নির্মম প্রহার করা হয়। অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁর গোপনাঙ্গে আঘাত করে এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় প্রায় ৩৮ হাজার ৫০০ গাঁজা বাগান ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৫ ই ডিসেম্বর ।। বিলোনীয়া মহকুমা রাজনগর ব্লকের অধীন হেতালিয়া, ওয়াঙছড়ায়, পশ্চিম পিপারীয়াখলায় অপরিপক্ক গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়। শুক্রবার সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত টানা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা অভিযান চলে।

পি আর বাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও সি রতন রবি দাসের নেতৃত্বে গাঁজা গাছ ধংসে অভিযানে ছিলেন এসিস্টেন্ট ওয়াইল্ড ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ল ৮টি দোকান, ক্ষতি কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।।: উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর বাজারে গতকাল গভীর রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আটটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ব্যবসায়ীদের কোনো কিছু রক্ষার সুযোগই হয়নি।

প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ক্ষতির এই পরিমাণ নিশ্চিত করেছেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা। আগুন নেভাতে পানিসাগর থেকে দুইটি, ধর্মনগর থেকে একটি এবং ঊনকোটি জেলার পেচারতল থেকে আরেকটিমোট চারটি দমকল ইঞ্জিন টানা প্রচেষ্টা চালায়। দমকল কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের উৎস এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

মেলাঘরে আগুনে পুড়ল রান্নাঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হঠাৎ দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে মেলাঘর কলম ক্ষেত ২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া এলাকায় একটি বাড়ির রান্নাঘরে। আগুনের তীব্রতা দ্রুত বাড়তে থাকায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে দমকল বিভাগের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছেএকাধিকবার ফোন করা সত্ত্বেও মেলাঘর ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ফোন রিসিভ করেননি বলে দাবি স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগুন দেখেই তারা দমকলকে ফোন করতে শুরু করেন। কিন্তু কয়েকবার ফোন করেও কোনও সাড়া পাননি। সময়মতো দমকল না পৌঁছানোয় আগুন আরও বেড়ে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে রান্নাঘরটি সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকল না আসায় শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসীই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরের ভি মার্টে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, নাগরিকের অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ ডিসেম্বর।। ধর্মনগরের রাজবাড়ী এলাকায় অবস্থিত ভি মার্ট শপিং মলে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রির অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার এক সচেতন ক্রেতা ভি মার্ট থেকে কেনা খেজুরের প্যাকেট বাড়িতে খুলে দেখতে পান পণ্যটি সম্পূর্ণ নষ্ট। পরবর্তীতে প্যাকেট পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিত হন যে সেটি বহু আগেই মেয়াদোত্তীর্ণ।

অভিযোগকারী পুনরায় ভি মার্টে ফিরে গিয়ে একই ধরনের অন্যান্য প্যাকেট পরীক্ষা করলে বেশিরভাগই মেয়াদোত্তীর্ণ বলে জানা যায়। শুধু খেজুর নয়মলের বিভিন্ন সেকশনেও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখা ছিল বলে তার অভিযোগ।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শপিং মলের কর্মীদের সঙ্গে তর্ক- ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৬ ডিসেম্বর,২০২৫ইং
১৯ অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাস মোকাবিলায় লড়াইয়ের বার্তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে পাশে নিয়া যৌথ বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ভারত ও রাশিয়ার দৃঢ় ও ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কথা তুলিয়া ধরেন।মোদী উল্লেখ করেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িতেছে।তিনি কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা এবং রাশিয়ার মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলের কাপুরুষোচিত হামলার উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই দুটি ঘটনার মূলে একই শক্তি কাজ করছে। এর মাধ্যমে তিনি সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন।মোদী জানান, রাষ্ট্রসংঘ, জি২০, ব্রিকস এবং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এর মতো বিশ্ব মঞ্চগুলিতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় দুই দেশ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখিয়াছে এবং এটি ভবিষ্যতেও জারি থাকিবে।তিনি সন্ত্রাসবাদকে মানবতার মূল্যবোধের ওপর সরাসরি আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।এই বার্তা দেওয়ার মধ্য দিয়া মোদী শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বই তুলিয়া ধরেননি, বরং পাকিস্তানকে ইঙ্গিত করিয়া আন্তর্জাতিক মহলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থানকেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সন্ত্রাস মোকাবিলায় ভারত ও রাশিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িতেছে। শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানাইলেন প্রধানমন্ত্রী। হায়দরাবাদ হাউসে মোদিকে বলিতে শোনা যায়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও রাশিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িতেছে। সেটা পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা হোক বা ক্রোকাস সিটি হলে কাপুরুষোচিত হামলা। ভারতের অটল বিশ্বাস যে সন্ত্রাসবাদ মানবতার মূল্যবোধের উপর সরাসরি আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'দু'দিনের ভারত সফরে আসিয়াছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল পালাম বিমানবন্দরে তাঁহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । শুক্রবার তাঁহার ভারত সফরের দ্বিতীয় দিন। এদিন প্রথমে রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে পৌঁছান রুশ প্রেসিডেন্ট। পৌঁছোনোর পরই তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপর মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থল রাজঘাটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখান থেকে যান দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে। এদিন বৈঠকের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠিয়া আসে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'ভারত নিরপেক্ষ নয়। ভারত শান্তির পক্ষে। এটা শান্তির যুগ।' নেতা হিসাবেও পুতিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রকৃত বন্ধুর মতো ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়া দফায় দফায় আলোচনা করিয়াছেন পুতিন। সমস্ত তথ্য জানাইয়াছেন।' আগামীতে বিশ্বে শান্তি ফিরিবে বলিয়াও আশাবাদী বলিয়া জানান মোদি।

এই উৎসবের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: নজরুল কলাক্ষেত্রের অডিটোরিয়ামে আজ দু''দিনব্যাপী ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক ২৯তম যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, যুব উৎসব যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশের একটি মঞ্চ। এই উৎসবের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস সৃস্টি হয়। যুব উৎসব শুধু নাচ-গান করার মঞ্চ নয়। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণে যারা অংশ নেবে এই যুব উৎসবের মাধ্যমে সেই উত্তরসূরীদের খোঁজে বের করা হবে।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, এবছর জাতীয় যুব উৎসবের মূল ভাবনা হল ''বিকশিত ভারত ইয়ং ডায়লগ''। এর উদ্দেশ্য হল তরুণদের ক্ষমতায়ণ করা। তারা যেন উন্নত ভারত নির্মাণে অবদান রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যুব উৎসবের মাধ্যমে বিকশিত প্রতিভা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ণ করবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের ছাত্রছাত্রী, তরুণ-তরুণী এবং যুবক-যুবতীদের সাফল্যের চিত্রও ক্রীড়ামন্ত্রী তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের প্রতিভাবানরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং প্রমুখ। দু''দিনের রাজ্যভিত্তিক যুব উৎসবে আজ রাজ্যের ৮টি জেলার লোকশিল্পীগণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। নজরুল কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল নজরুল কলাক্ষেত্রে লোকনৃত্য, ছবি আকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ভগৎ সিং যুব আবাসের ২নং হলে আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে কবিতা ও গল্প লেখা প্রতিযোগিতা। ১নং হলে অনুষ্ঠিত হবে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। যুব উৎসবে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ৪০ জন করে ৩২০ জন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

চুরাইবাড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর জখম বহিঃরাজ্যের পাইপলাইন শ্রমিক, পলাতক চালক

আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: চুরাইবাড়ি থানা এলাকার সেলটেক্স বাইপাস সংলগ্ন অঞ্চলে গ্যাস পাইপ লাইনের কাজে নিযুক্ত এক বহিঃরাজ্যের শ্রমিক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার শিকার হন বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ। ডাম্পার গাড়ি ব্যাক করার সময় সজোরে ধাক্কা লাগায় গুরুতর জখম হন তিনি। পরে অবস্থার বেগতিক দেখে ডাম্পারটি ফেলে ঘটনাস্থল থেকেই পালিয়ে যায় গাড়ির চালক।

ঘটনাস্থল সূত্রে জানা গেছে, শিলচর থেকে আগরতলা গামী গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ চলছিল ওই সময়। শ্রমিক শ্যাম দাস (৩৮), পিতা রামসুখিত দাস, বাড়ি বিহারের মধুবনী জেলার ভেলি গ্রামে, শিবশক্তি কনস্ট্রাকশনের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় দাঁড়িয়ে থাকা টিআর০১ত্তএটিত্ত১৮২১ নম্বরের ডাম্পারটি পেছনে যেতে গিয়ে সোজা তার উপর চড়ে বসে। চাকা কোমরের উপর দিয়ে উঠে গেলে তার কোমর ভেঙে যায় এবং তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা তৎক্ষণাৎ কদমতলা দমকলকে খবর দিলে দমকল কর্মীরা দ্রুত পৌঁছে প্রথমে আহত শ্রমিককে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শিলচরে স্থানান্তরিত করা হয়। তার অবস্থা এখনও সংকটজনক বলে জানিয়েছেন সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা।

এদিকে, ডাম্পারের চালক দুর্ঘটনার পর গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাটির বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।

জন্মকুন্ডলী দেখে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন আওরঙ্গজেব

রেহান ফজল

বহু মানুষ আছেন, যাদের দিনটা শুরুই হয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাশিফল পড়ে। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না।

চাঁদ-তারার গতি বুঝতে মানুষের দীর্ঘকাল লেগেছে। প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু করে ভারত পর্যন্ত জ্যোতিষ চর্চা হয়েছে, অবশেষে মধ্যযুগে এসে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি প্রকৃতির সঙ্গে ভবিষ্যতবাণীও জড়িয়ে গেছে। ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে রাজত্ব চালানো মুঘলরাও জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন আর বড় কোনও কাজে নামার আগে জ্যোতিষীদের পরামর্শ নিতেন।

ইসলাম এবং খ্রিষ্ট ধর্মের মতো কয়েকটি ধর্মে জ্যোতিষবিদ্যাকে জাদু-টোনা হিসাবে দেখা হয়, এর থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়। ইসলামে তো এটাও বলা হয় যে শুধুমাত্র আল্লাহ-ই ভবিষ্যৎ জানার ক্ষমতা রাখেন।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক এমজে আকবর সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন ''আফটার মি. ক্যায়স : অ্যাস্ট্রোলজি ইন দ্য মুঘল এম্পায়ার'' নামে। প্রত্যেক মুঘল সম্রাট কীভাবে জ্যোতিষ চর্চাকে দেখতেন, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বইটিতে।

মি. আকবর বিবিসিকে বলছিলেন, 'তা সে হুমায়ুন হোন বা আকবর অথবা জাহাঙ্গীর কিংবা আওরঙ্গজেব — প্রত্যেকেই জ্যোতিষে খুব বিশ্বাস করতেন। আকবরের আমলে তো জ্যোতিষীরা সম্রাটের দরবারেরই অংশ ছিলেন। আওরঙ্গজেব তো প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিয়মিত জ্যোতিষীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতেন। প্রত্যেক মুঘল বাদশাহই মনে করতেন যে ধর্মভিত্তিক বিশুদ্ধতাবাদ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর।'

বিশ্ব জুড়েই চলত জ্যোতিষ চর্চা

ইতিহাসবিদ ও লেখক বেনসন বব্রিক তার বই ''খলিফসস্ফেন্ডার''-এ লিখেছিলেন, 'আবু জাফর আল মনসুর ৩১শে জুলাই, ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ঠিক বেলা দুটো বেজে ৪০ মিনিটে, কারণ ওই সময়টা শুভ-মুহূর্ত ছিল।'

আরেক ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিব ''দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিম'' বইতে লিখেছেন, 'ভারতে মুসলমান শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগেই বিশ্বের মুসলমানরা চমৎকার, দামি পাথরের রহস্যময় গুণাগুণ আর শুভ-অশুভ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। ভারতে তো জ্যোতিষকে বিজ্ঞান হিসাবে মনে করা হতো এবং মুসলমানরাও এটা বিশ্বাস করতেন।' মধ্যযুগের ইতিহাসকার জিয়াউদ্দিন বর্নি ''তারিখ-এ-ফিরোজশাহি'' বইতে লিখেছিলেন, 'যে কোনও সম্মানীয় পরিবারে কোনও অনুষ্ঠান বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া হতো না। এজন্য প্রতিটা রাস্তাতেই হিন্দু — মুসলমান দুই ধরনের জ্যোতিষী দেখা যেত।'

আকবরের জন্ম পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তৃতীয় মুঘল বাদশাহ আকবরের জন্ম হয়েছিল ১৫৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর, রাত একটা বেজে ছয় মিনিটে। জ্যোতিষবিদ্যার ওপরে মুঘল বাদশাহদের কতটা বিশ্বাস ছিল, আকবরের জন্মের কাহিনিও তার একটি প্রমাণ।

সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের শাহ যখন তাকে সিন্ধ প্রদেশের মরুভূমির দিকে হটিয়ে দিলেন, তখন উমরকোটের কেল্লায় হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সেখানকার রাজপুত রাজা। হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বেগম সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। এমজে আকবর বলছিলেন, 'হামিদার যখন প্রসব বেদনা উঠল, সেই সময়ে হুমায়ুন ছিলেন প্রায় ৩০ মাইল দূরে থাট্টায়। ব্যক্তিগত জ্যোতিষী মৌলানা চাঁদকে স্ত্রীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন হুমায়ুন, যাতে নবজাতকের জন্মের সঠিক সময়টা লিখে রাখা যায় আর তার জন্মকুন্ডলী সঠিকভাবে তৈরি করা যায়। যখন ১৪ই অক্টোবর রাতে হামিদা বেগমের প্রসববেদনা আরও বেড়ে গেল আর সন্তান প্রসবের প্রস্তুতি শুরু হল, তখন জ্যোতিষী মৌলানা চাঁদ ঘাবড়িয়ে গেলেন।' রাজ-জ্যোতিষীর বিশ্বাস ছিল যে শিশুটির জন্ম শুভ-মুহূর্তের আগেই হতে চলেছে। যদি প্রসবটা আর সামান্য পরে হয়, তাহলে এক দুর্লভ নক্ষত্র-সংযোগ হবে — যা হাজার বছরে একবারই ঘটে থাকে। মৌলানা চাঁদ তখন ধাত্রীদের কাছে জানতে চান যে প্রসব কি আর সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আটকিয়ে রাখা যায়? প্রসব বেদনা আটকিয়ে দেওয়া হয় প্রসবে সহায়তা করার জন্য যে নারীরা ছিলেন, তারা জ্যোতিষীর পরামর্শ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে প্রকৃতির নিয়ম আসলে ঈশ্বরের নির্দেশ। এসব ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজ করে না।

আবুল ফজল ''আকবরনামা''য় লিখেছিলেন, 'হঠাৎই মৌলানা চাঁদের মাথায় এক অদ্ভুত ভাবনা এসেছিল। একজন ধাত্রীকে ভয়াল চেহারায় সাজিয়ে অন্ধকার রাতে হামিদার পালঙ্কের পাশে নিয়ে গেলেন তিনি। একটা পাতলা পর্দার আড়াল থেকে সেই ভয়াবহ চেহারা হামিদাকে দেখালেন মৌলানা। অন্ধকারের মধ্যে সেই ভয়াল মুখ দেখে হামিদা এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে তার প্রসববেদনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।' ''আকবরনামা''তেই লেখা হয়েছে, 'এবারে মৌলানা চাঁদ ভাবতে শুরু করলেন যে যদি হামিদ বানো শুভ মুহূর্তেও ঘুমিয়েই থাকেন, তাহলে কী হবে? শুভ মুহূর্ত যখন এগিয়ে এল, তখন মৌলানা চাঁদ বললেন যে রানিকে দ্রুত ঘুম থেকে তুলে দিতে হবে। ঘুমন্ত রাণীকে জাগিয়ে দেওয়ার সাহস হয়নি ধাত্রীদের। হঠাৎই হামিদা বানোর চোখ খুলে যায়। তার প্রসববেদনা আবারও শুরু হয়, জন্ম হয় আকবরের।'

মৌলানা চাঁদ আকবরের জন্ম কুণ্ডলী হুমায়ুনের কাছে পাঠিয়ে এই বার্তা দিলেন যে, এই ছেলে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে রাজসিংহাসনে থাকবে। জ্যোতিষীর পরামর্শে সিংহাসন পুনর্দখলের অভিযান হুমায়ুনের জ্যোতিষীদের ঠিক করে দেওয়া সময়ে ২২শে নভেম্বর, ১৫৪২ সালে হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন হামিদা বেগম। হুমায়ুন আকবরকে যখন প্রথমবার দেখলেন, তখন নবজাতকের বয়স ৩৫ দিন। আকবরের দেখভালের প্রতিটা পদক্ষেপ নির্ধারিত হত নক্ষত্র গণনা করে। আবুল ফজল লিখেছিলেন, 'চারদিকে সবারই মন খারাপের মধ্যেও হুমায়ুনের বিশ্বাস ছিল যে তার পুত্রের সঙ্গে কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে না কারণ ঈশ্বর তাকে আগলিয়ে রেখেছেন। তার বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়নি। হুমায়ুনের সঙ্গে তার ভাই আসকারির শত্রুতা থাকলেও হুমানের মৃত্যুর পরে আসকারিই কিন্তু আকবরের খেয়াল রেখেছিলেন। কান্দাহার কেল্লার ওপরের দিকে তাকে থাকার জন্য একটি ঘর দেওয়া হয়েছিল। আবার আসকারির স্ত্রী সুলতান বেগম ১৪ মাসের আকবরকে ভালবাসা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন।'

জ্যোতিষীদের পরামর্শে ১৫৪৫ সালের ১৪ই মার্চের এক শুভ মুহূর্তে হুমায়ুন সিংহাসন আবারও দখল করার অভিযান শুরু করেন। আসকারি তেসরা সেপ্টেম্বর, ১৫৪৫ সালে পরাজয় মেনে নিলেন। আসকারির ঘাড়ে তলোয়ার ধরে রেখে তাকে হুমায়ুনের সামনে হাজির করলেন বৈরম খাঁ। পরিবারের কথা মেনে নিয়ে আসকারিকে প্রাণে মারেননি হুমায়ুন। আকবরের বয়স যখন চার বছর চার মাস চার দিন ছিল, তখন মুল্লাহ ইসলামউদ্দিন ইব্রাহিমের তত্ত্বাবধানে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পর্ব শুরু হয়। জ্যোতিষীদেরই পরামর্শে হুমায়ুন পুত্রের শিক্ষা শুরু করার জন্য ১৫৪৭ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখটি বেছে নিয়েছিলেন। তবে শিক্ষাদীক্ষা শুরুর ওই বিশেষ মুহূর্তটা কাজে আসেনি, কারণ বেশিরভাগ ইতিহাসবিদই মনে করেন যে আকবর কখনো লেখাপড়া শিখতেই পারেননি। নিজের মৃত্যুরও পূর্বাভাস দিয়েছিলেন হুমায়ুন হুমায়ুন মনে করতেন যে সাত তার জন্য পয়মন্ত সংখ্যা। তার পরনের পোশাকের রং দিনের নক্ষত্র অনুযায়ী হত। রবিবার তিনি হলুদ আর সোমবার সবুজ রঙের পোশাক পরতেন। এমজে আকবর বলছিলেন, 'হুমায়ুনকে পরের ১৫ দিনের জন্য আফিম দেওয়া হলে তিনি সাত দিন সেবন করার মতো আফিম নিয়ে কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েছিলেন। হুমায়ুন তার ভৃত্যদের বলেছিলেন যে তার সাত দিনের জন্যই আফিম দরকার। শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি, ১৫৫৬ সালে গোলাপ জলে মিশিয়ে আফিম সেবন করেন। দুপুরে তার চারপাশে থাকা যারা ছিলেন, তাদের তিনি বলেন ''আজ আমাদের সময়কার এক খুব বড় ব্যক্তি বড় আঘাত পাবেন আর তিনি চিরতরে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।' সন্ধ্যায় কয়েকজন গণিতজ্ঞকে নিয়ে হুমায়ুন কেল্লার ছাদে উঠেছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল যে সেই রাতে শুক্র গ্রহটিকে স্পষ্ট দেখা যাবে আকাশে। তিনি নিজের চোখে সেটা দেখতে চেয়েছিলেন। হুমায়ুন যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলেন, তখনই আজান শুরু হয়। তিনি সেজদা শুরু করেন। আবুল ফজল লিখেছেন, 'কেল্লার খাড়া সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল ছিল। যখন হুমায়ুন সেজদা করতে বসেন, তখন তার মাথাটা পায়ে বেঁধে যায় আর তিনি পা পিছলিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়েন। মাথায় গভীর চোট লাগে, ডান কান থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। গোড়ায় বলা হয়েছিল যে সম্রাটের চোট সেরকম গুরুতর নয়। কিন্তু তার দরবারের সদস্যরা জেনে বুঝেই এটা করেছিলেন যাতে পরবর্তী সম্রাটের নাম ঘোষণার জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যায়।' হুমায়ুন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ২৭শে জানুয়ারি। তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ১৭ দিন পরে, অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬ সালে সাধারণ মানুষকে তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়। সেদিনই তার পুত্র আকবরের নাম নিয়ে প্রথমবার খুতবা পড়া হয়েছিল। ইমাম গজনবীর নেতৃত্বে জ্যোতিষীরা আকবরের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ধারণ করেছিলেন। আকবর নিয়োগ করলেন রাজ-জ্যোতিষী।

জ্যোতিষীদের পরামর্শ মেনে আকবর হেমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নামলেন। লড়াইয়ের ময়দানে একটি তীর হেমুর চোখে বিঁধে মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখেই হেমুর সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গেল আর তারা আকবরের বাহিনীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আকবর কখন দিল্লি ফিরবেন, সেটাও জ্যোতিষীরাই ঠিক করে দিয়েছিলেন। সম্রাট হিসাবে আকবর ''জ্যোতিক রায়'' বা জ্যোতিষরাজ নামে নতুন পদ সৃষ্টি করেছিলেন। আকবরের আমলে প্রখ্যাত জ্যোতিষী আজদুদৌলা শিরাজি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ''আকবর বৈবাহিক সূত্রে নিজের শাসনতন্ত্র মজবুত করবেন''। আকবরের কোষাগারে এক হাজার পোশাক রাখা থাকত, যার মধ্যে ১২০টি পোষাক পরিধানের জন্য সবসময়ে তৈরি রাখা হত। হুমায়ুনের মতোই আকবরও প্রতিদিনের নক্ষত্র অনুযায়ী হিসাব কষে পোশাক পরতেন। আবুল ফজল লিখেছেন, 'আকবর প্রতি শুক্রবার, রবিবার আর প্রতি মাসের প্রথম দিন এবং সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের দিন মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।' জাহাঙ্গীর ও তার নাতনি আকবরের মতোই তার পুত্র জাহাঙ্গীরও জ্যোতিষের খুব বিশ্বাস করতেন। বাবার মতো জাহাঙ্গীরের শিক্ষা দানও শুরু হয়েছিল যখন তার বয়স চার বছর, চার মাস চার দিন হয়। জাহাঙ্গীরের রাজ্যাভিষেক হয় ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ। সেই দিনটাও বেছে দিয়েছিলেন জ্যোতিষীরাই। আবার সেই জ্যোতিষীদের পরামর্শেই পুত্র খুসরুর কন্যা, অর্থাৎ তার নাতনির বয়স তিন বছর না হওয়া পর্যন্ত তার মুখ দেখেননি জাহাঙ্গীর। নিজের আত্মকথা ''তুজুক-এ-জাহাঙ্গীরি''তে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি ১৩ তারিখে আমার নাতনি — খুসরুর কন্যাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। জ্যোতিষীরা বলেছিলেন ওর জন্মটা ওর বাবার জন্য তো শুভ হবে না, তবে দাদা, অর্থাৎ আমার পক্ষে শুভ হবে। তারা আরও বলেছে ওর তিন বছর বয়স হওয়ার পরেই যেন আমি প্রথমবার ওর চেহারা দেখি। ওই বয়সটা হওয়ার পরেই আমি ওকে প্রথমবার দেখলাম।' জাহাঙ্গীরের রাজ জ্যোতিষীর নাম ছিল কেশব শর্মা। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে তার চার বছর বয়সি নাতি শাহ সুজার জীবনে বিপদ আসবে।

জাহাঙ্গীর লিখেছিলেন, '১৭ তারিখ, রবিবার শাহ সুজা একটা জানালার পাশে খেলছিল। সেদিন জানালা বন্ধ করা হয়নি। খেলতে খেলতেই যখন ও জানালা দিয়ে বাইরে ঝুঁকেছিল, টাল সামলাতে না পেরে ও নিচে পরে যায়। মাটিতে পরেই ও অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি যখনই এ খবর পাই, সব কাজ ফেলে রেখে নিচে দৌড়িয়ে যাই। যতক্ষণ না ওর জ্ঞান ফিরে আসে, ততক্ষণ আমি বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলাম। যেই জ্ঞান ফিরল, আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য সেজদা করি।

মুঘল বাদশাহদের মধ্যে জাহাঙ্গীরই প্রথম, যিনি মুদ্রার এক পিঠে রাশিচক্রের ছবি ছাপিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব বানিয়েছিলেন নিজের জন্মকুন্ডলী লাহোরের কেল্লায় শাহজাহানের জন্ম হয় ১৫৯২ সালের পাঁচই জানুয়ারি। এর তিন দিন পরে তার দাদু, সম্রাট আকবর নাতির মুখ দেখতে সেখানে পৌঁছানো। আকবর নবজাতকের নাম রাখেন খুর্রম, কারণ জ্যোতিষীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শিশুটির নাম ''খ'' দিয়ে শুরু হতে হবে। আকবরের নাতি আওরঙ্গজেবেরও জন্মকুন্ডলীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। দরবারের জ্যোতিষীরা তার রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার তার ''দ্য হিস্ট্রি অফ আওরঙ্গজেব'' বইতে লিখেছেন, 'জ্যোতিষীরা বলেছিলেন যে রবিবার, পাঁচই জুন সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরে আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেকের জন্য সব থেকে উপযুক্ত সময়। সঠিক সময় উপস্থিত হলে জ্যোতিষীরা ইশারা করেন আর একটি পর্দার পিছনে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষমাণ সম্রাট আওরঙ্গজেব বাইরে বেরিয়ে এসে সিংহাসনে আরোহণ করেন।' আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারত ভ্রমণে আসা ফরাসি পর্যটক ফ্রাসুঁয়া বার্নিয়েরও আরওরঙ্গজেবের জ্যোতিষ চর্চায় বিশ্বাস নিয়ে লিখেছেন। 'জ্যোতিষীদের পরামর্শ মেনে আওরঙ্গজেব ১৬৬৪ সালের ছয়ই ডিসেম্বর দুপুর তিনটের সময়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে রওয়ানা হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেটাই দীর্ঘ যাত্রার জন্য সব থেকে উপযুক্ত সময়,' লিখেছেন বার্নিয়ের। এমজে আকবর বলছেন, 'আওরঙ্গজেব তার পুত্রকে বলেছিলেন যে জ্যোতিষী ফজিল আহমেদ তার যে জন্মকুন্ডলী তৈরি করে দিয়েছেন, তার প্রতিটা ভবিষ্যদ্‌বাণী তখনও পর্যন্ত মিলে গেছে। আমার জন্মকুন্ডলীতে এটাও লেখা আছে যে আমার মৃত্যুর পরে কী হবে। আওরঙ্গজেব জানিয়েছিলেন, আমি চলে যাওয়ার পরে চারদিকে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে। আমার পরে এমন একজন সম্রাট আসবেন, যিনি অজ্ঞানী হবে এবং তার চিন্তাভাবনা হবে সংকীর্ণ। তবে আমি দক্ষ উজির আসাদ খাঁকে রেখে যাব কিন্তু আমার চার পুত্র তাকে নিজের কাজ করতে দেবে না।' জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন ভুল প্রমাণিত হয়েছিল জ্যোতিষীদের সব কথাই যে মিলে গেছে, তা নয়। মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী হয় ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথবা সেগুলোর কথা কেউ লিখেই রাখেনি। এরকমই একটি ভুল প্রমাণিত হওয়া ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঙ্গে জড়িয়েছিলেন বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম। ''হুমায়ুন-নামা''তে লেখা হয়েছিল, 'জ্যোতিষী মুহাম্মদ শরিফ বলেছিলেন যে খানওয়ার যুদ্ধে যাওয়া বাবরের উচিত হবে না, কারণ নক্ষত্র তার পক্ষে নেই। এটা শুনে সৈন্যরা অস্থির হয়ে পড়েছিল, তাদের সবারই মন খারাপ। কিন্তু বাবর ওই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনেও নিজের পরিকল্পনায় কোনও অদল-বদল করেনি। ' নিজের সৈন্যদের জড়ো করে তিনি বলেন, 'আগ্রা থেকে কাবুল যেতে কয়েক মাস সময় লাগবে। যদি এই লড়াইতে তিনি নিহত হন, তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবেন, যদি জীবিত থাকেন তাহলে তার যশ আর প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে।'

যুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই দিন আগে থেকে বাবর মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্‌বাণী ভুল প্রমাণিত করে ওই ঐতিহাসিক যুদ্ধে বাবর জয়ী হন, পরাজিত হন রানা সাঙ্গা এবং ভারতকে মুসলমান শাসনাধীন রাখতে সমর্থ হন। ওই যুদ্ধেই ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বারুদ ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ওই যুদ্ধে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছিল।

লড়াইতে পরাজিত হওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে জ্যোতিষী, সেই মুহাম্মদ শরিফকে বাবর দোষ দিয়েছিলেন যে তিনি জেনে বুঝেই ভুল পথে চালিত করেছিলেন। জ্যোতিষীর শাস্তি যদিও হয়নি, তবে তাকে পদচ্যুত করে কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দেশ

বিশেষ প্রতিবেদন।। পৃথিবীর মানচিত্রে এমন বিছু দেশ আছে, যেগুলোর ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেকটাই উঁচুতে অবস্থিত। উঁচু পাহাড়, বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও বরফ আচ্ছাদিত শৃঙ্গ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয়, এখানকার মানুষের জীবন, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকেও অনন্য রূপ দিয়েছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি তালিকা করেছে ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস। ওই তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের উচ্চতম ১০টি দেশ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ভুটান- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে ভুটানের অবস্থান বিশ্বে শীর্ষে, অর্থাৎ এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দেশ। দেশটির গড় উচ্চতা প্রায় ১০ হাজার ৭৬০ ফুট। ভুটানের উত্তরাঞ্চলে রয়েছে গ্রেটার হিমালয় রেঞ্জের উঁচু উঁচু সব চূড়া। ভুটানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গাংখার পুনসুমের অবস্থানও এখানে। সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে গাংখার পুনসুমের উচ্চতা ২৪ হাজার ৮৪০ ফুট। এটি বিশ্বের এমন একটি উচ্চ শৃঙ্গ, যেখানে এখন পর্যন্ত কেউ আরোহণ করেননি। ভুটানের দক্ষিণাঞ্চল টিলা, উচ্চভূমি ও উপত্যকা নিয়ে গঠিত। সেখানেই দেশটির বেশির ভাগ মানুষের বসবাস। নেপাল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে নেপালের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশটির গড় উচ্চতা ১০ হাজার ৭১৫ ফুট। নেপালে ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। নেপালের দক্ষিণে রয়েছে সমতল এলাকা, মধ্যভাগটি টিলাভূমি ও উত্তরে পর্বতময় অঞ্চল। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে বিশ্বের কিছু সর্বোচ্চ চূড়ার অবস্থান। এর মধ্যে মাউন্ট এভারেস্টও (২৯ হাজার ৩৫ ফুট) আছে। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

তাজিকিস্তান- মধ্য এশিয়ার দেশ তাজিকিস্তানের বেশির ভাগ অংশই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। দেশটির গড় উচ্চতা ১০ হাজার ৪৫৫ ফুট। পশ্চিম তাজিকিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালা তুর্কেস্তান রেঞ্জের সর্বোচ্চ উচ্চতা ১৮ হাজার ৭৭ ফুট।

কিরগিজস্তান- মধ্য এশিয়ার আরেক দেশ কিরগিজস্তানের ভূভাগের বেশির ভাগই নতুন পর্বতমালা দিয়ে গঠিত। গভীর উপত্যকাগুলো এখানকার উঁচু উঁচু চূড়াগুলোকে পৃথক করেছে। দেশের ৬৫ শতাংশ ভূমিজুড়ে তিয়ান শান ও পামির পর্বতমালার অবস্থান। এ ছাড়া অঞ্চলটিতে বড়আকারের হিমবাহ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হিমবাহটির নাম এংগিলচেক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কিরগিজস্তানের গড় উচ্চতা ৯ হাজার ৮০৫ ফুট। অ্যান্টার্কটিকা আলিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে অ্যান্টার্কটিকার নাম। যদিও অ্যান্টার্কটিকা কোনো দেশ নয়, এটি একটি মহাদেশ। এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ মহাদেশ, যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭ হাজার ৫৪৫ ফুট। দক্ষিণ মেরুতে অ্যান্টার্কটিকার উচ্চতা ৯ হাজার ৩০০ ফুট। মহাদেশের বরফ আচ্ছাদিত অংশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্থানটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্টার্কটিক টেরিটরিতে। এ অঞ্চলটির উচ্চতা ১৩ হাজার ৪৫১ ফুট। মাউন্ট ভিনসন অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এটির উচ্চতা ১৬ হাজার ৫০ ফুট। লেসোথো- লেসোথোর ভূভাগের একটা বড় অংশজুড়েই দ্রাকেন্সবার্গ-মালোতি পর্বতমালার অবস্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থাবানা-নাতলেনইয়ানার কিছু অংশ লেসোথোর পূর্বাঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছে। লেসোথোর পার্বত্য অঞ্চলটি উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশটি নিম্নভূমি। লেসোথোর নিম্নভূমিতে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বসবাস করেন এবং কৃষি কার্যক্রম চালান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেশটির গড় উচ্চতা ৭ হাজার ৯০ ফুট। অ্যান্ডোরা-বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশগুলোর একটি অ্যান্ডোরা। এটি বিশ্বের উচ্চতম দেশগুলোরও একটি। অ্যান্ডোরার অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইউরোপে। এর বেশিরভাগ অঞ্চলই খাড়া পর্বতমালা দিয়ে গঠিত। পিরেনিস পর্বতমালাটি অ্যান্ডোরাজুড়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে ছোট ও সরু উপত্যকা। পিক দে কোমা পেদ্রোসা হলো অ্যান্ডোরার সবচেয়ে উঁচু স্থান। এটির উচ্চতা ৯ হাজার ৬৬৫ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অ্যান্ডোরার গড় উচ্চতা ৬ হাজার ৬৫০ ফুট। আফগানিস্তান-স্থলবেষ্টিত দেশ আফগানিস্তানের প্রায় ৭৫ শতাংশ এলাকাই পর্বতময়। দেশের ৪৯ শতাংশ এলাকার গড় উচ্চতা ৬ হাজার ৬৫০ ফুট। আর পুরো দেশের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ১৮০ ফুট। আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে হিন্দুকুশ। এটিকে হিমালয় পর্বতমালার সম্প্রসারণ বলে মনে করা হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেশজুড়ে বিস্তৃত। ওয়াখান করিডরে হিন্দুকুশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলোর কি অবস্থান। চিলি- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতার দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে চিলির অবস্থান নবম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা ৬ হাজার ১৪০ ফুট। দেশটির পূর্বে আন্দিজ পর্বতমালার অবস্থান। আর পশ্চিমে আছে নিম্ন উপকূলীয় পর্বতমালা। আন্দিজ পর্বতমালার চূড়াগুলোর গড় উচ্চতা ১৫ হাজার ফুট। চিন- উচ্চতম দেশগুলোর তালিকায় চিনের অবস্থান দশম। তিব্বতীয় মালভূমি হলো চিনের সবচেয়ে উঁচু স্থান। এটিকে ''পৃথিবীর ছাদ'' নামেও ডাকা হয়ে থাকে। চিনের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুটের বেশি। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের অবস্থানও চিন-নেপাল সীমান্তে। এই সুপরিচিত অঞ্চলগুলোর বাইরে চিনের বেশির ভাগ ভূমিই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত। দেশটির গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬ হাজার ৩৫ ফুট।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জ থানার অভিযানে ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: বিশ্রামগঞ্জ থানার অভিযানে ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে দিল পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। ধারাবাহিকভাবে চলছে বিশ্রামগঞ্জ থানার গাঁজা ধ্বংস অভিযান। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় গাঁজা বাগান ধ্বংস অভিযান। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা'' র নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গাঁজা বাগান ধ্বংস যজ্ঞ শুরু হয়। পুলিশের সঙ্গে ছিল একাদশ বেটেলিয়ানের টিএসআর জওয়ানরা।

বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমেই পুলিশ এবং টিএসআর হানা দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাঠিয়াছড়া ভিলেজ কমিটির দশমুখো এলাকায়। এই এলাকার উঁচু টিলাভূমির উপরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বন দপ্তরের জায়গায় গাঁজা চাষিরা গড়ে তুলে বিশাল বড় গাঁজা বাগান। সমস্ত গাঁজা গাছগুলো পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর অল্প কয়দিন সময় পেলে চাষিরা ফসল ঘরে তুলতে পারতো। এরই মধ্যে হানা দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং টিএসআর। এরপর পুলিশ হানা দেয় জম্পুইজলা ব্লকের দয়ারামপাড়া ভিলেজ এলাকায়। এই এলাকার গভীর জঙ্গলে বনদপ্তর এর বিশাল জায়গায় গাঁজা চাষ করে চাষিরা। পুলিশ এবং টিএসআর সমস্ত গাঁজা বাগান ধ্বংস করে দেয়।

এরপর পুলিশ এবং টিএসআর হানা দেয় লাঠিয়া ছড়া ভিলেজের অশোক কলোনি এলাকার গভীর জঙ্গলে।

সেখানেও বন দপ্তরের বেশ কয়েকটি প্লটে গাঁজা বাগান ধ্বংস করে পুলিশ এবং টিএসআর। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেশা মুক্ত ত্রিপুরার ডাক দিয়েছেন। তিনি ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত করতে চাইছেন। তিনি ড্রাগ ফ্রি ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখেন। এই নেশা মুক্ত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে প্রতিদিন আমরা অবৈধ গাঁজা বাগান ধ্বংস করে চলেছি।

আজকে বন দপ্তরের সাতটি প্লটে প্রায় ৮০ হাজার পরিণত গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকার উপরে হবে। অবৈধ গাঁজা চাষ না করে ফল এবং সবজি চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্বর হওয়ার জন্য গাঁজা চাষীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা। তবে তিনি আরো জানিয়েছেন আগামী দিনেও তাদের এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে জারি থাকবে। কোনভাবেই অবৈধ গাঁজা চাষ বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার কোথাও করা যাবেনা বলে তিনি সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন। বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের ধারাবাহিকভাবে গাঁজা ধ্বংস অভিযানে গাঁজা চাষীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তারা গাঁজা সুরক্ষা কমিটির নামে গাজা বাগান রক্ষার অনবরত চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে বলে সূত্র মারফত খবর।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-

SL. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT No.EE(FY)/2025-26/58	Rs.8,44,525.00	Rs.1,000.00	Rs.16,891.00
2	DNIT No.EE(FY)/2025-26/59	Rs.9,48,271.00	Rs.1,000.00	Rs.18,965.00
3	DNIT No.EE(FY)/2025-26/60	Rs.12,87,957.00	Rs.1,000.00	Rs.25,759.00
4	DNIT No.EE(FY)/2025-26/61	Rs.23,12,000.00	Rs.1,000.00	Rs.46,240.00
5	DNIT No.EE(FY)/2025-26/62	Rs.23,30,958.00	Rs.1,000.00	Rs.46,619.00
6	DNIT No.EE(FY)/2025-26/63	Rs.72,008.00	Rs.1,000.00	Rs.1,440.00
7	DNIT No.EE(FY)/2025-26/64	Rs.72,008.00	Rs.1,000.00	Rs.1,440.00
8	DNIT No.EE(FY)/2025-26/65	Rs.75,200.00	Rs.1,000.00	Rs.1,504.00
9	DNIT No.EE(FY)/2025-26/66	Rs.1,43,996.00	Rs.1,000.00	Rs.2,880.00
10	DNIT No.EE(FY)/2025-26/67	Rs.5,66,967.00	Rs.1,000.00	Rs.11,339.00

Last date & time for online Bidding : 16/12/2025, up-to 3:00 P.M
Corrigendum if any will be published only on the above website.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 3291/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. S. SARKAR)
Executive Engineer
Department of Fisheries Tripura, Agartala

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজে একদিবসীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৫ ডিসেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত(এমএমডি) কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস এসোসিয়েসন(আইএসসিএ), ধর্মনগর চ্যাপ্টার, ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের আর্থিক সহয়তায় কলেজের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটরিয়ামে একদিবসীয় আলোচনাচক্রের অয়োজন করা হয়।

বিষয়বস্তু ছিল: 'এপ্রোচ টুওয়ার্ডস এফোর্টেবল এন্ড সাসটেইনেবল লাইফস্টাইল ফর এ গ্রীন আর্থ' অর্থাৎ 'সবুজ পৃথিবীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের এবং টেকসই জীবনযাত্রার দিকে দৃষ্টিভঙ্গি' ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস এসোসিয়েসন হল ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এর সদর দপ্তর কলকাতায় অবস্থিত এবং প্রতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন শহরে এর অধিবেশন বসে। সংস্থাটি বিজ্ঞানীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে, যেখানে তারা তাদের গবেষণা ও ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং ভারতের বিজ্ঞান প্রসারে ভূমিকা রাখে। তারই আংশ হিসেবে আজকের এই আয়োজন।

আজকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাব্রুম মহকুমা বনাধিকারিক কমল ভৌমিক, উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মানিক ভট্টাচার্য ও ড. সুমন অধিকারী। প্রধান বক্তা ছিলেন ড. রীতা রায়, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। উপস্থিত ছিলেন সাব্রুমের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

উদ্বোধনী পর্বে ড. রীতা রায় বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যকলাপ নিয়ে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করেন। বলেন আমরা যেমন ধরিত্রি মায়ের কোলে সমস্ত কিছু উপভোগ করছি, আগামী দিনের কথাও স্মরন রাখতে হবে, নষ্ট করা একদম ঠিক হবে না। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের ভাবিয়ে তুলছে।

বনাধিকারিক ভৌমিক নিয়মিত বৃক্ষরোপন ও তাদের সুশৃঙ্খল রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলেন। অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্য ও ড. অধিকারী ইন্ডিয়ান সাইন্স কংগ্রেস এসোসিয়েসনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ধর্মনগর চ্যাপ্টারে ভূমিকা, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। ড. অনুপম গুহ বলেন

Tender Notice

416 dated 01/12/2025 invites bid Sealed NIA No.F.3-24/SDFO/ABS-24/Building/Dev/17384 quotation is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura invited from the resourceful manufacturer/distributer/Authorised dealers/agency for supply of the chainlink mesh for fencing works as per terms and conditions indicated in the notice which will be received in the office of the Sub-Divisional Forest Officer, Ambassa Forest Sub-Division, Dhalai, Tripura from 02/12/2025 to 16/12/2025 in between 10.00 AM in all working days and upto 4.00 PM on 16/12/2025 from the bidders only by registered post/courier service and details are given in departmental website https://forest.tripura.gov.in.
ICA/C/3300/25

[Gautam Debbarma, TFS]
Sub-Divisional Forest officer Ambassa, Dhalai

Notice Inviting Tender

Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "Rate for hiring of 32- SEATER BUS (DIESEL) / (CNG) VEHICLE Including Driver, Fuel, Lubricant and related expenditure etc for Transportation of Nursing Students of Agartala Government Nursing College(A.G.N.C), AGMC & GBP Hospital,G+8 building,IGM Hospital Complex, Agartala west Tripura. "subject to certain terms & conditions vide file No. F.3 / Metron / AGMC/S&P/2024-25(Sub-File).
The Last date of receiving tender is date 26/12/2025 at 4:00PM in the office of the Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & G.B.P. Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 26/12 /12/2025 by Speed post/courier/ registered post only.
The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from AGMC website https://agmc.ac.in, Prior to the last date of submission of the NIT.
ICA/C/ 3809/25

Medical Superintendent & HOD A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION FOR FEMALE CASUAL WORKER

Scaled quotations are invited from the Bonafide, resourceful and reputed Enterprises/ Manpower Agencies/Ex. Paramilitary Association having license issued by Govt. of Tripura/Central Govt. for providing 06 (six) Nos. Casual Female Worker for guarding for all days at the office of the Superintendent of Khowsai Sub-Jail for a period of 11 (Eleven) Months through Outsourcing. The detail specifications, Terms & Conditions in this regard are available in the office of the undersigned and may be collected on any working day from- 11.00 AM to on or before- 3.30 PM by 04/12/2025. The quotations will be received 24/12/2025 up to 3.00 PM in the Chamber of SDM(Superintendent) Khowai . The quotations received after 3.00 PM on the closing date will not be entertained.
ICA/C/3295/25

Nirmal Kuman (NIRMAL KUMAR,IAS)
Superintendent
Khowai Sub-Jail,Khowai District

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA

Ref : Tender ID No. 2025_SAMC_65723_1
DNIT No. 21/EE/DIV-I/AMC/2025-26

উক্ত টেন্ডারের প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র আগামী তিন দিনের মধ্যে পুর নিগমের ডিভিশন -১ এ জমা দেওয়ার জন্য শ্রী সুদীপ চন্দ মহাশয়কে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় তাহার টেন্ডার বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

Executive Engineer
Division No-I
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA

PNIe-T No. : 11/Div-II/AMC/2025-26 Dated : 04/12/2025

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No: 67/Div-II/AMC/2025-26	6,58,473.00	13,169.00	90(Ninety) days
2	DNIeT No: 68/Div-II/AMC/2025-26	67,76,511.00	1,35,530.00	120(One hundred twenty) days

Last date and time for document downloading/bidding : 26/12/2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
Other necessary details information can be seen in the Office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Division-II,
Agartala Municipal Corporation

PNIeT-07/E.E/Div-IV/AMC/25-26 Date : 04/12/2025
Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works"

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and bidding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:26/DIV-IV/AMC/25-26 Tender ID - 2025_ SAMC_ 67901_1	7,85,436	15,709	90(Ninety) Days	24/12/2025 15.00 Hrs	24/12/2025 16.00 Hrs (If Possible)	https:// tripuratenders .gov.in	Appropriate Class

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4 floor in the office hour.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scantied documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders

Executive Engineer
P. W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T-No: 28/EE/DIV-III/AMC/2025-26, Dated: 02-12-2025
The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (S): -

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document download-ing and bidding
01	Construction of brick scling road from Hotal Bazar to HO Haripod Deb, under ward No.48, AMC DNICT.76/EE/Div-III/AMC/2025-26	3,75239.00	7,505.00	90 Days	16/12/2025 at 15.00 Hrs
02	Construction of AWC at Gunjaria tilla under ward No 37,AMC. DNICT.77/EE/Div-III/AMC/2025-26	8,57,741.00	17,154.00	90 Days	
03	Construction of brick drain from the lo the Madhab Das to Madan Das ar Madhya Gazaria under ward No 38,AMC.DNIeT.78/EE/Div-III/AMC/2025-26	4,75,333.00	9,507.00	90 Days	

TIME AND DATE OF OPENING OF RID, IF POSSIBLE: 17-12-2025.
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er.J.Chakraborty)
Executive Engineer, PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

নাগীছড়া রাজ্যিক উদ্যান ও বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ, তিন চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: রাজধানীর পার্শবর্তী নাগীছড়া এলাকার রাজ্যিক উদ্যান ও বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল নিরাপত্তা রক্ষীরা। বুধবার গভীর রাতে চুরি করতে এসে তিন দুষ্কৃতী নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে। পরে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়। জানা গেছে, মূল্যবান কৃষি যন্ত্রপাতি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একটি টমটম নিয়ে গবেষণা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। সেই সময় দায়িত্বরত নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের আটক করে। তাদের কাছ থেকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, নগদ টাকা এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার পর অফিসের কর্মী ও নিরাপত্তা কর্মীরা মিলে তিনজনকে শ্রীনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডঃ রাজীব ঘোষ জানান, মূলত বাগানে রাখা কৃষি যন্ত্রপাতি চুরি করার উদ্দেশ্যেই এই চক্র হানা দিয়েছিল। তবে নিরাপত্তা রক্ষীদের তৎপরতায় বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে নির্মিত হচ্ছে ত্রিতল বিশিষ্ট নতুন আধুনিক মানের হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৫ ডিসেম্বর: প্রায় কুড়ি কোটি টাকা ব্যয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরেই নির্মিত হচ্ছে ত্রিতল বিশিষ্ট নতুন আধুনিক মানের হাসপাতাল। নির্মাণ কাজও চলছে দ্রুতগতিতে। নির্মাণ কাজের গোড়ায় প্রতিদিন পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা উপস্থিত থেকে কাজের তদারকি করে চলেছেন। নতুন ত্রিতল বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণের সংবাদে খুশি গোটা মহকুমাবাসী। ঠিকাদার এজেন্সিও কাজের গতি বাড়িয়ে চলেছেন।

প্রসঙ্গত ১৯৮৯ সালে তৎকালীন রাজ্যের কংগ্রেস -টিইউজেএস জোট সরকার বর্তমান ধলাই জেলার গন্ডাছড়াকে মহকুমা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। গন্ডাছড়া মহকুমা হিসাবে ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই মহকুমাবাসির বেশ কয়েকটি দাবির মধ্যে ছিল গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে একটি আধুনিক মানের হাসপাতাল নির্মাণ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা। গন্ডাছড়া -আমবাসা সড়কটিকে আধুনিক মানে পরিণত করা ইত্যাদি। যদিও জোটের পাঁচ বছরে তা করা সম্ভব হয়নি।

জোট সরকারের পতনের পর বামের দীর্ঘ শাসনেও আধুনিক মানের একটি হাসপাতাল এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরম বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে গন্ডাছড়া মহকুমা আশি হাজার জাতি জনজাতি অংশের লোকজনদের।সামান্য রোগেও রোগী এবং অভিভাবকদের দৌঁড়াতে হচ্ছে কুলাই জেলা হাসপাতালে নতুবা টেপানিয়া হাসপাতালে। এক কথায় চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার গন্ডাছড়া মহকুমাবাসী। যদিও বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় -এ গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরেই নির্মাণ করা হচ্ছে ত্রিতল বিশিষ্ট আধুনিক মানের হাসপাতাল। বলা যায় মহকুমাবাসীর দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হতে চলেছে। ঠিকাদার রবিমোহন ত্রিপুরা জানান প্রতিদিন পূর্ত দপ্তরের কর্মীদের সামনে রেখে নির্মাণ কাজের গুনগত মান বজায় রেখে দ্রুত গতিতে নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানান ঠিকাদার রবিমোহন ত্রিপুরা।

উনকোটি জেলা পুলিশের উদ্যোগে নারী-যুবা সুরক্ষা ও নেশা মুক্ত ভারত অভিযান, সচেতনতা শিবিরে উপচে পড়া উপস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ৫ ডিসেম্বর: উনকোটি জেলা পুলিশের উদ্যোগে আজ কৈলাশহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় নারী-যুবা সুরক্ষা অভিযান ও নেশা মুক্ত ভারত অভিযান-এর সচেতনতা শিবির। সমাজে নারী নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নেশা বিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের শুরুতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নেশা বিরোধী সচেতনতা নিয়ে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। এরপর অতিথিদের উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয় এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, উনকোটি জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাগুল এ, জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, চিকিৎসক ড. চিরঞ্জিত দেবসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানে শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পুলিশ প্রশাসনের বক্তব্যে জানানো হয়নারী ও যুব সমাজকে সচেতন, নিরাপদ ও সঠিক পথে পরিচালিত করাই এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

শুক্রবার আগরতলায় সিটি হাসপাতালের নির্মান কাজ পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রেল দপ্তরে ২,৫৬৯ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতীয় রেল মন্ত্রকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২,৫৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপার, কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ২,৫৬৯ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২,৫৬৯টি'র মধ্যে এসসি'র জন্য ৪১০টি, এসটি'র জন্য ২১০টি, ওবিসি'র জন্য ৬১৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৪৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৯০টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৪৪টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ২২৭টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। তবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইনফরমেশন টেকনোলজি) পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে পিজিডিসিএ/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিটেক (আইটি/ সিএসই)/ ডোয়েক 'বি' লেভেল কোর্স পাশ হতে হবে। ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিনটেনডেন্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ের ওপর স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। কেমিক্যাল এন্ড মেটালারজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিজিক্স ও কেমিস্ট্রি সহ দ্বিতীয় বিভাগে বিএসসি পাশ হতে হবে।

এপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনের যোগ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। সব ক'টি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ ১৮ থেকে ৩৩ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ ৭ম বেতন কমিশন মোতাবেক লেভেল-৬ অনুযায়ী প্রাথমিক বেতন প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৫/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৫৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **সোলজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, অধিক নম্বর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, ওপেন র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * রেল নিগম অর্থাৎ আই.আর.সি.টি.সি-তে **হসপিটালিটি মনিটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মিতে **সোলজার, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ওপেন র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কললেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * টেরিটোরিয়াল আর্মিতে **সোলজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, র‍্যালী সহ পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বিই/ বিটেক, পিজি হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আই.বি-তে **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ বা এমটিএস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে ও এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আই.এম.ডি-তে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা অর্থাৎ ও.আই.সি.এল-এ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিতে **একাউন্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২,৫৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার (টেরিটোরিয়াল আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৭১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, অধিক নম্বর থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
ওপেন র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হসপিটালিটি মনিটর (রেল নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিবিএ, বিএসসি, এমবিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার, ট্রেডসম্যান (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
ওপেন র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কললেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সোলজার (টেরিটোরিয়াল আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
র‍্যালী সহ পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৩৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বিই/ বিটেক, পিজি হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে ও এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (আই.এম.ডি),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩০-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (ও.আই.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **একাউন্ট্যান্ট, স্টেনো (হাইওয়ে অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ/ বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে আই.বি দপ্তরে ৩৬২ নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি-তে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (জেনারেল) বা এমটিএস (জি) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। মোট কথা, একমাত্র অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। তবে প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে দুটো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এমসিকিউ প্যাটার্নের কম্পিউটার ভিত্তিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইনে, পরে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষার সুযোগ পাবেন অফলাইনে অর্থাৎ লিখিত আকারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৩৬২ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। নিয়োগ হবে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/ জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিস, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল পদে। মোট শূন্যপদ ৩৬২টি। তবে এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৪২টি, এসটি'র জন্য ৫৪টি, ওবিসি'র জন্য ৭২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৬০টি পদ অসংরক্ষিত। যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। রাজ্যের যে-কোনও একটি সরকারি ভাষাজ্ঞান থাকা চাই। ০বয়স হতে হবে ১৪-১২-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এককথায়, এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। মাল্টি টাস্কিং স্টাফ/ জেনারেল পদের ক্ষেত্রে পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ১ অনুযায়ী ১৮,০০০ - ৫৬,৯০০ টাকা। এছাড়া, গ্রেড স্পেশাল সিকিউরিটি ভাতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। বর্তমানে তা প্রদান করা হবে ৭ম সিপিসি অনুযায়ী। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, স্বাক্ষর সহ ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ৫০ কেবির মধ্যে। ফাইল তৈরি রাখতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সময় এক ঘন্টা। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। মেধাভিত্তিক প্রার্থীবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা।

এককথায়, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, চালান নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যা এড়ানো যায়। কল লেটার প্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। অফলাইনে ফি জমা দিতে হলে প্রয়োজনীয় চালান ডাউনলোড করবেন এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রেশন শ্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে নতুন করে নেবেন। এডমিট কার্ড এবং কললেটার সেই ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের পছন্দের ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে দেবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম, কোড নম্বর সহ ইত্যাদি বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা, টায়ার-ওয়ান-এ সফল হলে টায়ার-টু এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৩০০ এডমিন অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাসিস্ট্যান্টপদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ ও.আই.সি.এল-এ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ১০ জানুয়ারি, কেন্দ্র-আগরতলা সহ সারা দেশে বিভিন্ন শহরে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ও আই সি এল বা ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-১১-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে জেনারেলিস্ট ডিসিপ্লিনে মোট ২৮৫টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি প্রার্থীদের জন্য ৪২টি, এসটি প্রার্থীদের জন্য ২৪টি, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৬৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ২৮টি এবং অসংরক্ষিত ১২৩টি। এর মধ্যে আবার ১৪টি পদ রয়েছে শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। একইভাবে এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তথা হিন্দি (রাজভাষা) অফিসার হিসেবে মোট ১৫টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি প্রার্থীদের জন্য ২টি, এসটি প্রার্থীদের জন্য ১টি, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ১টি এবং অসংরক্ষিত ৭টি। এর মধ্যে আবার ১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্‌ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতিপত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ১০ জানুয়ারি, ফেইজ-টু ২৮ ফেব্রুয়ারিতে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে শুক্রবার নব নিযুক্তদের অফার লেটার প্রদান করা হয়।

ঘাগড়াছড়া থেকে ছাওমনু সংযোগ সড়ক নির্মাণের উদ্বোধন, উপকৃত হবে ১৫টি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৫ ডিসেম্বর: একটি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে লংতরাইভ্যালী মহকুমার ঘাগড়াছড়া থেকে ছাওমনু পর্যন্ত নতুন সরকারিভাবে সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়। এই সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্তত ১৪-১৫টি গ্রামের মানুষ বহু প্রতীক্ষিত সুবিধা পেতে চলেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে ছাওমনু বিধানসভাকে চিহ্নিত করা হতো অত্যন্ত দুর্গম এলাকার অন্যতম হিসেবে। মূল কারণ ছিল অত্যন্ত খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে বর্তমান সরকারের আমলে, বিশেষ করে স্থানীয় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমার উদ্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ঘাগড়াছড়া-ছাওমনু সংযুক্ত একটি সড়ক। কারণ চালিতাছড়া, মনিমোহন পাড়া, রাঙ্গাপানি পাড়া সহ বহু গ্রামের বাসিন্দাদের বাজার-হাট বা জরুরি কাজে বহু দূর পথ হেঁটে যেতে হতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে রোগী পরিবহণে বড়সড় সমস্যা দেখা দিত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা বলেন, "যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন মানেই একটি এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন। বর্তমান সরকার ছাওমনুর প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগামী দিনেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।"

মনু পিডব্লিউডি ডিভিশনের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার পীযূষ দেববর্মা জানান, ঘাঘড়াছড়া থেকে ছাওমনু পর্যন্ত সড়কটির নির্মাণ ও পরবর্তী পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৩ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, সড়ক নির্মাণের প্রতিটি ধাপে গুণগত মান বজায় রাখতে নির্মাণ সংস্থাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সড়ক নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয়দের উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।

রাজ্যেও যাত্রীদের ভোগান্তি

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছে জানতে পারেন, বিমানটি বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তী কোনও ফ্লাইটে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে কিনা, সেবিষয়ে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি বলে অভিযোগ যাত্রীদের। এতে তীব্র হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে বহু মানুষকে।

শুধু রাজ্য নয়, বহি:রাজ্যের বিভিন্ন বিমানবন্দরের চিত্রও একই। পরপর দু'দিন ধরে ইন্ডিগোর প্রচুর ফ্লাইট বাতিলের ঘটনায় দেশের বহু বিমানবন্দর অচলাবস্থার মুখে পড়েছে।

এদিকে বিষয়টি আজ সংসদেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এই সংকটের জন্য সরাসরি দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারই। বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অব্যবস্থাপনার অভিযোগও তুলেছেন তারা।

সোনামুড়ায় নেশা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবক গ্রেফতার

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: নেশা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনামুড়া থানার পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হলেন আব্বাস মিয়া ওরফে রাহুল (২৪)যিনি ভুট্টু নামেও পরিচিতএবং শফিক মিয়া (৩০)। দু'জনের বাড়িই সোনামুড়া থানার অন্তর্গত ভোলামুড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই দুই যুবকের বিরুদ্ধে ড্রাগস পাচার এবং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠে আসছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের সন্ধান পায়। সেই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের আটক করা হয়।

যাত্রী দুর্ভোগ চরমে

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী রাম মোহন নায়ডু এক উচ্চ-স্তরের পর্যালোচনা সভা ডাকেন। বৈঠকে ইন্ডিগোর শীর্ষ নেতৃত্ব, ডিজিসিএ কর্মকর্তারা এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন আমলারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ইন্ডিগো স্বীকার করে যে, নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন নর্মসের কারণে পাইলটদের বিশ্রাম সময় বেড়েছে, দায়িত্বকাল কমেছে, আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে পর্যাপ্ত ক্রু পরিকল্পনা না থাকায় বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী এয়ারলাইন্সের প্রস্তুতির অভাব নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দেন, যাত্রীদের যথাসময়ে বাতিলের খবর জানাতে, প্রয়োজনীয় হলে হোটেল-ব্যবস্থা, রিবুকিংসহ সব সুবিধা দ্রুত দিতে এবং ভাড়া বাড়ানো থেকে বিরত থাকতে।

এবিষয়ে ইন্ডিগো মন্ত্রণালয়কে জানায় যে, নভেম্বরের শেষদিকে থেকেই নেটওয়ার্কে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, দৈনিক গড়ে ৭৫০টির মতো ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন চলতে পারে। এদিকে, পাইলটদের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান পাইলটস'-এর অভিযোগ, ডিজিসিএ নতুন নিয়মাবলী নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর প্রায় দু'বছর কেটে গিয়েছে। অন্য বিমানসংস্থাগুলি সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ইন্ডিগো দীর্ঘ সময় ধরে নতুন পাইলট এবং বিমানকর্মী নিয়োগ করেনি বলে অভিযোগ। সংগঠনটির এ-ও অভিযোগ, নয়া বিধি কার্যকর হবে, তা জেনেও দীর্ঘমেয়াদি কোনও পরিকল্পনা করেনি ইন্ডিগো। বরং দীর্ঘ দিন ধরে নিয়োগপ্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছে। পাইলটদের আর এক সংগঠন 'দ্য এয়ারলাইন্স পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন'-এর আবার দাবি, কেন্দ্রে বিধি শিথিল করতে বাধ্য করার কৌশল নিয়েছিল ইন্ডিগো। সেই কারণেই বিমান পরিষেবা ব্যাহত হলেও ইন্ডিগো কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি ওই সংগঠনের।

এদিকে গতকাল রাতেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে পরিষেবার উপর 'নেতিবাচক প্রভাব' পড়ার জন্য প্রযুক্তিগত ত্রুটি, শীতকালীন সময়সূচি পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বিমান ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান যানজট এবং বিমানকর্মীদের কাজের সংশোধিত সময়সূচিকে দায়ী করেছে ইন্ডিগো। তবে কী কারণে এই বিভ্রাট, তা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক।

শুক্রবার রাজ্যসভায় বিষয়টি তীব্র আলোড়ন তোলে। কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারী বলেন, দুই দিনে ৫০০টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। সাংসদ থেকে সাধারণ যাত্রী সবাই আটকে পড়েছেন। এটি ইন্ডিগোর মনোপলির ফল। প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেনসরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে। বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এক্স—এ লেখেন, এটি সরকারের মনোপলি মডেলের মূল্য জনগণ দেরি, বাতিল ও অসহায়তার শিকার হচ্ছে। শিব সেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী রুল ১৮০ অনুযায়ী নোটিশ জমা দিয়ে বিষয়টিকে জনমতের জরুরি সমস্যা" বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হাজার হাজার যাত্রী আটকে, বিমানবন্দর অচল অপারেশনাল ত্রুটি ও ক্রু ঘাটতির জন্য জবাবদিহি জরুরি।

কেন্দ্র জানিয়েছে, তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিজিসিএ-র আগের নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, পাইলট বা বিমানচালকদের নেওয়া ছুটিকে সাপ্তাহিক বিশ্রামের যে নির্দিষ্ট সময়সীমা, তার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুক্রবার এই সংক্রান্ত নিয়মটি শিথিল করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক করার কথা বলা হলেও মনে করা হচ্ছে, ইন্ডিগোকে সুরাহা দিতেই বিধি শিথিল করা হয়েছে।

কেন্দ্র বিধি শিথিল করার পর ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হবে কি না, হলেও কবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে শুক্রবার দুপুরে আরও এক বার যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিমানসংস্থাটি জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিমান বাতিল হলে পুরো টাকা যাত্রীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিমানের জন্য অপেক্ষারত ইন্ডিগোর যাত্রীরা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের খাবার এবং পানীয় জলও দেওয়া হচ্ছে না। শুক্রবার বিমানসংস্থা জানিয়েছে, অপেক্ষমাণ যাত্রীদের কাছে খাবার এবং জল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন শহরে হোটেলের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে ইন্ডিগো।

মেলাঘরে আগুনে

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে বাড়িটির রান্নাঘর এবং ভেতরের জিনিসপত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ঘটনায় দমকল বিভাগের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

৬৩ তম সর্বভারতীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী দিবস

৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ ইং(শনিবার) সকাল ৯.০০ ঘটিকায় যৌথ বাহিনীর প্যারেড ও মহড়া

স্থান :- মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ড, অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা

প্রধান অতিথি:- প্রফেসর (ডক্টর), মাণিক সাহা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার।

অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সকল স্বেচ্ছাসেবক/স্বেচ্ছাসেবিকা এবং সকল জনসাধারনকে সকাল ৮.০০ টার মধ্যে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা, ত্রিপুরা,আগরতলা কর্তৃক প্রচারিত

ICA/D-1468/25

শ্রমকোড, নতুন বিলের

● প্রথম পাতার পর

ভোক্তাক্ষেত্রে মন্দাএসব তথ্য তুলে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে সরকারের "জিডিপি বৃদ্ধির দাবি বাস্তবসম্মত নয়, বরং বিভ্রান্তিকর"।

'শ্রম কোড', 'বীজ বিল' ও 'বিদ্যুৎ বিল' নিয়ে কংগ্রেসের তীব্র আপত্তি প্রকাশ করা হয় এদিন। দলটির অভিযোগ অনুযায়ী, নতুন শ্রম কোড ৯০ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করবে, বীজ বিল ২০২৫ কৃষকদের অধিকার "কোম্পানির হাতে তুলে দেবে"বীজের দাম ও বাজার নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেট আধিপত্য সৃষ্টি হবে, বিদ্যুৎ বিল ২০২৫-এ ক্রস-সাবসিডি তুলে দেওয়া হলে "গ্রামীণ পরিবার ও কৃষকদের বিদ্যুৎ খরচ বহুগুণ বেড়ে যাবে"।

কংগ্রেস বলেছে, এসব বিল কার্যকর হলে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও কৃষি কাঠামো কর্পোরেশনের হাতে চলে যাবে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়বে।

ডিজিটাল নজরদারি সংক্রান্ত 'সঞ্চার সাথী' প্রকল্পে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। দলটি বলেছে, জনমতের চাপের মুখে সরকার নির্দেশিকা প্রত্যাহার করলেও "স্পষ্ট আইনি সংশোধিত নোটিফিকেশন জারি করা প্রয়োজন।"

এই নীতিগুলির প্রতিবাদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৮ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল এবং 'বীজ বিল' ও 'বিদ্যুৎ বিল'-এর খসড়া প্রতীকীভাবে পুড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দল জানিয়েছে, জনস্বার্থ রক্ষার দাবি নিয়ে আন্দোলনটি সারা দেশজুড়েই পর্যায়ক্রমে চালানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা টেস্ট কো-অপারেটিভ এস বার্ষিক সভা আয়োজিত হয়।

উদয়পুর মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতল ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ ডিসেম্বর: আজ উদয়পুর মহারানী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতল ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেব রায় , মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বা এস ডি এম ও ডক্টর জয়দীপ দেববর্মা ,গোমতী জেলা চীফ মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডক্টর চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া ,বিশিষ্ট সমাজসেবী রফিক মিয়া, অমল সরকার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ,এই অনুষ্ঠানের ভিত্তিক প্রস্তর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার জনগণ দ্বিতল ভবনের কাজ অতি দ্রুত শেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নের চেষ্টা করার জন্য এলাকার বিধায়ক অভিষেক দেবরের ভূয়সি প্রশংসা করেন।

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repair/Restoration of 7 nos. School Building under Pecharthal and Kumarghat block of Unakoti District under Repair/restoration of immediate nature of damaged infrastructure of school building. DRAFT NIT NO: 149/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 182/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 13,90,000.00	Rs. 27,800.00	30 days	Up to 3PM 11/12/2025	At 11/12/2025 Hrs on 4pm.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repair/Restoration of 8 nos. School Building under Chandipur and Kumarghat block of Unakoti District under Repair/restoration of immediate nature of damaged infrastructure of school building. DRAFT NIT NO: 150/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 183/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 15,95,000.00	Rs. 31,900.00	30 days	Up to 3PM 11/12/2025	At 11/12/2025 Hrs on 4pm.		
3	Major Repairing works of Campus Hall attached to Radha Kishore Institute (RKI), Kailashahar of Unakoti under Samagra Shiksha. DRAFT NIT NO: 151/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 184/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 5,14,827.00	Rs. 10,297.00	30 days	Up to 3PM 11/12/2025	At 11/12/2025 Hrs on 4pm.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder
ICA/C/3304/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer,
Samagra Shiksha, Tripura

বাংলাদেশে পাচার রুখতে যৌথ

● প্রথম পাতার পর

না থাকায় রাতেই গোডাউনটি সিল করে দিয়েছে প্রশাসন। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধারকৃত মালামালের মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

বিলোনিয়ায় প্রায় ৩৮

● প্রথম পাতার পর

লাইফ ওয়ার্ডেন সুকান্ত সরকার, এসিস্টেন্ট কম্যান্ডেন্ট এস এল মিনা ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ন সি আর পি এফ, এস আই লোকনাথ চেঠি ৪৩ নং ব্যাটেলিয়ান বি এস এফ, নবম বেটেলিয়ান টি এস আর আধিকারিক অম্বিকা যাদব,আবগারি দপ্তরের ইন্সপেক্টর সঞ্জীব বর্মন সহ মহিলা পুলিশ কর্মীরা গাঁজা বাগান ধ্বংসে অংশ গ্রহন করে।

এই অভিযানে এগারটি প্লটে প্রায় ৩৮,৫০০ গাঁজা গাছ ধংস করা হয় বলে জানান রাজনগর পি আর বাড়ি থানার ও সি রতন রবি দাস, তিনি আরো জানান এই ধরনের অভিযান আগামী দিনে ও জারি থাকবে। এই বিষয়ে থানায় একটি জেনারেল ডাইরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার নাম্বার ০৬ এবং ১০, ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান ওসি রতন রবি দাস।

ধর্মনগরে মা ও

● প্রথম পাতার পর

আয়েসা বেগম জানান, "ঐ তিন ব্যক্তি উনাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। শরীরের গোপন স্থানে হাত দেয় এবং বারবার মারধর করে। ঘটনার পর আয়েসা বেগম লিখিত অভিযোগ নিয়ে ধর্মনগর মহিলা থানায় যান এবং পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু পরদিন থানায় অভিযোগের রিসিভ কপি নিতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তা দিতে অস্বীকার করেন বলে দাবি আয়েসা বেগমের।

পুলিশ অভিযোগে থাকা "গোপনাঙ্গে আঘাত স্পর্শ" সংক্রান্ত অংশ বাদ দিতে চাপ সৃষ্টি করে। মেডিকেল রিপোর্ট জমা না দিলে এফআইআর নেওয়া যাবে নাএমন কথাও জানানো হয়।

আয়েসা বেগম জানান, একজন আইনজীবীর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন"শ্লীলতাহানির চেষ্টার ক্ষেত্রে মেডিকেল রিপোর্ট বাধ্যতামূলক নয়।"এদিকে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিও থানার অফিসারকে দেখানো হলেও তাৎক্ষণিক এফআইআর নিতে পুলিশ অনাগ্রহ দেখায় বলে অভিযোগ নির্য্যাতিত ও নির্য্যাতিতার মার।

তিনদিনের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে এফআইআর রেজিস্টার করে আজ রিসিভ কপি দেওয়া হয়েছে বলে জানান আয়েসা বেগম। তিনি বলেন"উনার উপর হওয়া অত্যাচারের ন্যায়বিচার চান। দোষীদের কঠোর শাস্তি চান।"যথাযথ বিচার না পাওয়া পর্যন্ত উনি কিছুতেই থামবেন না। যতক্ষণ উনার শ্বাস চলবে ততক্ষণ উনি চেষ্টা করবেন।এ ঘটনার সঠিক তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহারও হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

নেশাগ্রস্ত যুবকের দায়ের

● প্রথম পাতার পর

কোপের আঘাত লাগে। আহত হন তার মা আলপনা দেবনাথও। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে হামলাকারী দীপককে আটক করে গণধোলাই দেন।

পরবর্তীতে আহত মা—ছেলেসহ দীপক সূত্রধরকে স্থানীয়রা মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীপক সূত্রধরকে আটক করে।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগদীপক সূত্রধর নেশার ঘোরে প্রায়ই এলাকায় তাণ্ডব চালায় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্মনগরের ভি মার্টে

● প্রথম পাতার পর

বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগকারীর কথায়, "এত বড় ব্র্যান্ডের দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। এতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে, বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের জন্য বিপজ্জনক।"

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের দাবি, বড় প্রতিষ্ঠানের উচিত গ্রাহকদের আস্থা বজায় রাখতে আরও সতর্কতার সঙ্গে স্টক পর্যবেক্ষণ করা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভি মার্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। গ্রাহকদের উদ্দেশে অভিযোগকারী অনুরোধ করেছেনযেকোনো পণ্য কেনার আগে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ অবশ্যই যাচাই করার জন্য।

ভারতের জন্য

● প্রথম পাতার পর

শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অংশ হিসেবে অটুট জ্বালানি সরবরাহ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, আমরা ভারতের বর্ধমান অর্থনীতির জন্য জ্বালানি সরবরাহ অটুট রাখার জন্য প্রস্তুত। এদিন দুই দেশ নানা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সারের, খাদ্য নিরাপত্তা, শিপিং ও সামুদ্রিক লজিস্টিক্স খাত। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত ও রাশিয়া ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রোগ্রামে সম্মত হয়েছে।

রাশিয়া আশা করছে ভারতকে তেল রপ্তানি পুনরায় বাড়াতে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে বর্তমানে যে হ্রাস দেখা দিয়েছে তা সাময়িক বলে মনে করছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ ভারতীয় সাংবাদিকদের বলেন, তেল বাণিজ্যের পরিমাণ স্বল্পকালীনভাবে সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

ইউক্রেন যুদ্ধের পর ভারত রাশিয়ার সমুদ্রপথে তেলের শীর্ষ ক্রেতা হয়ে ওঠে, তবে সম্প্রতি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্রুড তেলের আমদানি কমিয়েছে। এছাড়াও, ইউরোপ রাশিয়ার তেল থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম পণ্য ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে।

২০২৩—২৪ সালে ভারত—রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ছিল ৬৫.৭০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ভারতীয় রপ্তানি ৪.২৬ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ৬১.৪৪ বিলিয়ন ডলার। দুই দেশ লক্ষ্য করছে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা।

কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী পিয়ূষ গোয়েল বলেন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তবে আমাদের থামা চলবে না, আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এফওয়াই২৫-এ ভারতের প্রধান রাশিয়ান আমদানি ছিল ক্রুড তেল প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার, প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎসের তেল ২.৪ বিলিয়ন ডলার, সার ১.৮ বিলিয়ন ডলার এবং মূল্যবান ও অর্ধমূল্যবান রত্ন ৪৩৩.৯৩ মিলিয়ন ডলার। আজ ভারত ও রাশিয়া প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি বিনিময় করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "পুতিনের এই সফর এমন সময়ে এসেছে যখন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বহু ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করছে। তিনি আরও বলেন, দুই দেশ ইউরিয়া উৎপাদনে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করবে। মোদির উল্লেখ, প্রায় পঁচিশ বছর আগে পুতিন ভারতের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ২০১০ সালে এটি বিশেষ ও প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের স্তরে উন্নীত হয়। দুই নেতা ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার কৌশলগত ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছেন। তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন।

ওয়াকফ রেজিস্ট্রেশন বিলম্বের জন্য তিন মাসের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেই: কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: সাংসদ ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্র সরকার আগামী তিন মাসের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি উমেদ পোর্টালে দেরিতে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য কোনো জরিমানা বা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। এটি এমন সময়ে এসেছে যখন রেজিস্ট্রেশনের আনুষ্ঠানিক সময়সীমা ৫ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, বিভিন্ন সাংসদ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা দেরিতে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরে অতিরিক্ত সময়ের অনুরোধ করেছিলেন। তবে রিজিজু স্পষ্ট করেছেন, সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই অনুরোধ করা হলেও আদালত ইতিমধ্যেই আইন অনুযায়ী দেওয়া ছয় মাসের সময়সীমার বাইরে কোনো বৃদ্ধি মঞ্জুর করেনি।
তিনি বলেন, যারা তবু এই সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারছেন না, তারা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়ও দিতে পারবে।
৬ মাসের সময়সীমা শেষ হলেও এখনও লক্ষাধিক সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন বাকি। এপর্যন্ত ১.৫ লক্ষের বেশি সম্পত্তি রেজিস্টার হয়েছে। রাজ্যের পার্থক্য: কর্ণাটক: প্রায় ৫০,০০০ সম্পত্তি রেজিস্টার। পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর কিছুটা সন্তোষজনক অগ্রগতি। কিছু বড় রাজ্যে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক বাধার কারণে বিলম্ব।
মন্ত্রী সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন, "পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা না হলে কোনো জরিমানা বা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এই সময়ের মধ্যে যারা সম্পন্ন করতে পারছেন না, তাদের ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছি।"
রিজিজু বলেন, রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করবে পার্থিব সম্পদের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা। ওয়াকফ সম্পদ সঠিকভাবে পরিচালিত হবে এবং দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মহিলা, শিশু, অনাথ ও সুবিধাবঞ্চিতদেরকল্যাণে ব্যবহার হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাট সফরে: গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও জনসেবা প্রকল্পের উদ্বোধন

আহমেদাবাদ, ৫ ডিসেম্বর: কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আজ থেকে তিনদিনের জন্য গুজরাট সফরে যাচ্ছেন। সফরের সময় তিনি আহমেদাবাদ, গান্ধীনগর, ভাভ ঠারাদ এবং বনাসকান্তা জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। আহমেদাবাদ পৌর নিগমের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং জনসেবা প্রকল্পও তিনি উদ্বোধন করবেন।
সকাল শুরু 'স্বদেশোৎসব' উদ্বোধন দিয়ে, যা আহমেদাবাদের জিএমডিসি গ্রাউন্ডে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ দ্বারা আয়োজন করা হয়েছে। এই দুইদিনের সম্মেলনের মূল থিম: "বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য গ্রামীণ উদ্ভাবনের ক্ষমতায়ন ভারতের গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত।
নতুন নির্মিত রেলওয়ে ওভারব্রিজ এবং আন্ডারব্রিজ স্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্বোধন।
গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অন্যান্য জনকল্যাণ প্রকল্প উদ্বোধন। মন্ত্রী অমিত শাহের এই সফর গুজরাটের নাগরিক ও গ্রামীণ উন্নয়নকে নতুন গতিশীলতা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন জনসেবা প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গুরুত্ব বহন করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্পণ

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরিটি বর্ধন সিংহ। পুতিন দর্শনার্থী বইতেও স্বাক্ষর করেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রাঙ্গণে পুতিনকে দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে স্বাগত জানান। উভয় দেশের প্রতিনিধিদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান।
দিনের পরবর্তী সময়ে হায়দরাবাদ হাউসে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট পুতিন। আলোচনায় প্রতিরক্ষা, জ্বালানি সহযোগিতা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব প্রধান বিষয় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই নেতা যৌথ বিবৃতি দেবেন। এরপর একটি ব্যবসায়িক ইভেন্টে অংশ নেবেন পুতিন, যার উদ্দেশ্য ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা।
সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দেবেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া রাষ্ট্রীয় সফরের শুরুতেই পুতিনকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিমানবন্দরে এসে তিনি পুতিনকে গ্রহণ করেন এবং একই গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে বের হনযা ছিল বিশেষ কূটনৈতিক সৌজন্যের প্রকাশ।
বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি পুতিনকে রুশ ভাষায় অনূদিত ভাগবদ্গীতা উপহার দেন। সামাজিক মাধ্যমে মোদি লেখেন, "রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে গীতার রুশ অনুবাদ উপহার দিলাম। গীতার শিক্ষায় সারা বিশ্বের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়।"
ভারত-রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করার লক্ষ্যে সাজানো হয়েছে পুরো সফরসূচি। রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনাগুলোতে ছিল দুই দেশের পতাকা ও বিশেষ আলোকসজ্জা, যা পুরো সফরকে দিয়েছে প্রতীকী এবং বাস্তবিক গুরুত্ব।

উত্তর প্রদেশে এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ, তথ্য প্রকাশের দাবি অখিলেশ যাদবের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: উত্তর প্রদেশে ভোটার তালিকার চলমান স্পেশাল সামারি রিভিশন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও কর্মকর্তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপের অভিযোগ তুলে বৃহত্তর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দাবি করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। শুক্রবার 'এক্স'—এ দেওয়া এক দীর্ঘ পোস্টে তিনি এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক সরাসরি দাবি তুলে ধরেন।
যাদব লেখেন, উত্তর প্রদেশে-তে সার-এর কত শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এই তথ্য আজই প্রকাশ করতে হবে। বিএলওদের ওপর প্রাণঘাতী চাপ বন্ধ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত অনুমোদিত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। শাসক দলের কোনও গ্রুপ বা তাদের সহযোগীরা যেন এখন বা ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ায় গোপনে যুক্ত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
তিনি আরও দাবি করেন, প্রতিটি বিধানসভায় পিডিএ সমাজের কত মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।
এসপি প্রধান ও ইন্ডিয়া ব্লক নেতারা অভিযোগ করছেন, এসআইআর নামের এই 'ভোটার তালিকা পরিশোধন' প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রান্তিক ও বঞ্চিত সমাজের ভোটারদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আকিলেশ যাদব দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন অনিয়ম চোখে পড়লে তা প্রতিহত করতে, যাতে কোনও প্রকৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন।
গত ২৭ নভেম্বর তিনি নিজের এসআইআর ফর্ম পূরণ করে 'এক্স'-এ ছবি শেয়ার করেন এবং নাগরিকদের একই কাজ করতে উৎসাহিত করেন। যাঁরা অসুবিধায় পড়ছেন, তাঁদেরকে দলের 'পিডিএ প্রহরী' টিমের সাহায্য নিতে বলেন তিনি। এই টিম ভোটার যাচাই প্রক্রিয়ায় মানুষকে সহায়তা করছে।
সম্প্রতি তিনি এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত বেশ কিছু বিএলওর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করা কর্মকর্তাদের দুরবস্থা তুলে ধরেন। লখনউতে শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এক প্রয়াত বিএলও-র পরিবারকে ২ লক্ষ টাকার চেকও তুলে দেন।
আকিলেশ প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচনে এখনও দুই বছর বাকি থাকতে নির্বাচন কমিশন এত তাড়াহুড়ো করে কেন এসআইআর করছে। তার অভিযোগ, কমিশনের এই তৎপরতা বিজেপির সুবিধার্থে কাজ করছে।
বিহারে ইন্ডিয়া ব্লকের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশে জোট অটুট রয়েছে বলে পুনরায় নিশ্চিত করেন এসপি প্রধান। তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট রাজ্যের ভোটার যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক নজরদারি বাড়ছে এবং স্বচ্ছতা এখন অত্যন্ত জরুরি।

ডাক্তারদের জড়িত 'সন্ত্রাস মডিউল' মামলায় শ্রীনগর ও গান্দেরবালে এসআইএ-র তল্লাশি অভিযান

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি শুক্রবার শ্রীনগর ও গান্দেরবাল জেলায় একাধিক স্থানে তল্লাশি চালায়। চিকিৎসকদের জড়িত একটি বড় সন্ত্রাস মডিউলের তদন্তের অংশ হিসেবেই এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক এই সন্ত্রাস মডিউল উন্মোচনের পর কিছু চিকিৎসকের নাম সামনে আসে। সেই সূত্র ধরেই এসআইএ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে। ব্যাটামালু এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়, যেখান থেকে আগেই এক অভিযুক্ত তুফাইল আহমদ ভাট, পিতা নিয়াজ আহমদ ভাটকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।ওয়াকুরা গান্দেরবাল এলাকাতেও তল্লাশি অভিযান চলছে। ২২ নভেম্বর ডিয়ারওয়ানি ব্যাটামালুতে তুফাইলকে আটক করেছিল এসআইএ।
সম্প্রতি জেএন্ডকে পুলিশ ও হরিয়ানা পুলিশের সমন্বিত অভিযানে ফারিদাবাদে ডাক্তারদের নেতৃত্বে একটি বড়সড় সন্ত্রাস মডিউল ভেঙে ফেলা হয়। জেইশ-ই-মোহাম্মদ—এর দুই ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার গ্রেফতারের সূত্র ধরে কুলগামের কাজিগুন্ডের ডাঃ আদিল রাথরকে আটক করা হয়। আনন্তনাগের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে তাঁর লকার থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার হয়। ২০২৪ সালে তিনি ওই কলেজের চাকরি ছেড়ে দেন।
ডাঃ আদিলের জিজ্ঞাসাবাদে আরও এক চিকিৎসকপুলওয়ামার কয়েল গ্রামের ডাঃ মুজাম্মিল রাথরএর নাম উঠে আসে। পরে তাকে ফারিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর ভাড়া বাসা থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
এই মডিউলের অন্য সদস্য ডাঃ উমর নবি পালিয়ে যান এবং ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরকবাহী গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১৩ জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেন, বহু মানুষ আহত হন। লখনউয়ের ডাঃ শাহীনা সাঈদকেও এই হোয়াইট কলার সন্ত্রাস নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ফারিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন এই সকল ডাক্তাররা। পরে কুলগামের কাজিগুন্ডের স্থানীয় ডাক্তার উমর ফারুক ও তাঁর স্ত্রী শাহজাদা আখতারকেও যুব সমাজকে উগ্রবাদে প্ররোচিত করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।
শাহজাদা আখতারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে তিনি ২০১৮ সালে প্রধান আসিয়া অন্দ্রাবির গ্রেফতারের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া মহিলা সন্ত্রাস সংগঠন 'দুখতারান-এ-মিলাত' পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছিলেন।

অবধুত সাথে ট্রেডিং একাডেমি এসইবিআই -এর নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করবে

মুম্বাই, ৫ ডিসেম্বর: সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ফিনফ্লুয়েন্সার অৰধুত সাতের বিরুদ্ধে তার ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসার আওতায় অবৈধ বিনিয়োগ পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে সিকিউরিটিজ মার্কেটে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার পর, অৰধুত সাতের ট্রেডিং একাডেমি শুক্রবার জানিয়েছে যে তারা এই নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করবে।
এক বিবৃতিতে,এসইবিআই -এর আদেশে উল্লেখিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে জানিয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র শিক্ষামূলক ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, বিনিয়োগ পরামর্শক, রিসার্চ অ্যানালিস্ট বা ফিনান্সিয়াল ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে নয়।
বিবৃতিতে বলেছে, আমাদের প্রোগ্রামগুলো কেবল দক্ষতা উন্নয়ন ও ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশিক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা কখনো স্টক রিকমেন্ডেশন দিই না, বিনিয়োগ পরামর্শ দিই না এবং সামাজিক মাধ্যম থেকে আয় করি না।
এছাড়াও তারা উল্লেখ করেছে, আমরা নিয়ন্ত্রক শূন্যতার শিকার। আমরা রিসার্চ অ্যানালিস্ট বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজারের অন্তর্ভুক্ত হই না। আমরা কোনো স্টক বিশ্লেষণ বা রিকমেন্ডেশন, বিনিয়োগ পরামর্শ বা রিসার্চ দিই না, এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে লেনদেনও করি না।
এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় অৰধুত সাতের করজাটের বাসভবন এবং ট্রেনিং একাডেমিতে আগস্ট মাসে পরিচালিত সার্চ ও সিজার অপারেশনের পরে। এসইবিআই জানিয়েছে, অপারেশনটি পরিকল্পিতভাবে, আদালতের অনুমতি নিয়ে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
অৰধুত সাতের ব্যক্তিগত জীবন সাধারণত তার বিনম্র শুরুর গল্প হিসেবে আলোচিত হয়েছে। তিনি দাদর চাওলে বেড়ে উঠেন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইটি ক্ষেত্রে কাজ করেন।

'ডিডিএলজি' এর এই সাফল্য তিনি কল্পনাও করেননি : শাহরুখ খান

মুম্বাই, ৫ ডিসেম্বর: আইকনিক ছবি "দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে" এর ৩০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে, শাহরুখ খান ও কাজল লন্ডনের লেস্টার স্কোয়ারে নিজেদের চরিত্র রাজ ও সীমরানের ব্রোঞ্জের মূর্তি উন্মোচন করেছেন।
ডিডিএলজি হলো প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা লেস্টার স্কোয়ারে মূর্তির মাধ্যমে সম্মানিত হলো। এর মাধ্যমে অন্যান্য ক্লাসিক চরিত্রের সঙ্গে, যেমন হ্যারি পটার, মেরি পপিন্স, প্যাডিংটন, সিঙ্গিন ইন দ্য রেইন, ব্যাটম্যান এবং ওন্ডার ওম্যান-এর সাথে ডিডিএলজি-ও অন্তর্ভুক্ত হলো। এই সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় কিং খান জানান, তিনি কখনও কল্পনাও করেননি যে ডিডিএলজি এত বড় ধারা হয়ে উঠবে।
আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে এমন সিনেমার অংশ হতে পেরেছি এবং কৃতজ্ঞ। সত্যি বলতে, আমাদের কেউই কল্পনা করিনি যে ডিডিএলজি মানুষের হৃদয়ে এত বড় জায়গা দখল করবে। আমি নিশ্চিত আদি (আদিত্য চোপড়া) ও সবাই ভেবেছিলেন এটা একটি ভালো ছবি হবে এবং সবাইকে ভালো লাগবে, তবে যে এটা কী হয়ে যাবে এবং কী প্রতিনিধিত্ব করবে, সেটা কেউ কল্পনাও করতে পারত না, বললেন শাহরুখ খান।
লন্ডনে ডিডিএলজি মূর্তির গুরুত্ব তুলে ধরে শাহরুখ খান আরও বলেন, এটি আমাদের দুজনের (কাজল ও আমার) জন্য এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জন্য খুবই ব্যক্তিগত বিষয়। যুক্তরাজ্য, লন্ডন আমাদের স্টারডমের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা আমাদের দেশে অন্যান্য অভিনেতাদের মতোই কাজ করছিলাম, তবে বিদেশে আমাদের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন বিদেশের প্রধান বাজার ছিল যুক্তরাজ্য।
তিনি স্মরণ করলেন, ডিডিএলজি তৈরির সময় আমরা কয়েকজন যুবক ছিলাম। আদিত্য চোপড়া পরিচালক, করণ জোহর তখন ছিলেন। এটি ছিল ৩০-৪০ দিনের একটি মজার যাত্রা এবং আমরা খুব দ্রুত এটি শেষ করেছি, বিশেষ করে সুইজারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডে। লেস্টার স্কোয়ারে আমরা এমনকি কাউকে না জানিয়েই একটি দ্রুত দৃশ্য করেছি এবং সফল হয়েছি।
শেষে শাহরুখ খান যোগ করেন, এটি ভারতীয় সিনেমার জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত, এবং যুক্তরাজ্যে এটি হওয়াটা একদমই সঠিক, কারণ এখান থেকেই ভারতীয় সিনেমার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির ধারা শুরু হয়।

নামচি জেলা হাসপাতালের নতুন মডুলার অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন, প্রথম সার্জারি সম্পন্ন

নামচি, ৫ ডিসেম্বর : নামচি জেলা হাসপাতাল সম্প্রতি একটি আধুনিক মডুলার অপারেশন থিয়েটার (ওটি) কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছে, যা নামচি ও আশেপাশের অঞ্চলের রোগীদের জন্য শল্যচিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। নতুন কমপ্লেক্সে রয়েছে প্রি-অপারেটিভ রুম, রিকভারি রুম, প্রি-অ্যানাস্থেসিয়া চেকআপ রুম এবং পাঁচটি সম্পূর্ণ সজ্জিত অপারেশন থিয়েটার, যা ডিজিটাল কন্টোল প্যানেল, ল্যামিনার ফ্লোরিং ফিল্টার দ্বারা সজ্জিত।
হাসপাতালটি একটি বিশেষ বর্জ্য নিষ্পত্তি জোনও তৈরি করেছে, যা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং মান বজায় রাখে, যাতে নিরাপদ শল্যচিকিৎসা কার্যক্রম নিশ্চিত করা যায়। সাধারণ শল্যচিকিৎসা, ইএনটি , অর্দোপেডিক্সসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য কমপ্লেক্সে সি-আর্ম, হারমোনিক কোটারি, এন্ডোস্কোপিক ইউনিট, লেজার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর এবং মেশিনের মতো উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে রোগীদের জেলা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে।
১১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ধারাবাহিক মাইক্রোবায়োলজিক্যাল সার্ভেলিয়েন্স চলাকালীন প্রাথমিকভাবে ফাঙ্গাল ও ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ ধরা পড়ায়, কমপ্লেক্সে একাধিকবার তীব্র পরিস্কার, ফিউমিগেশন এবং ডিসইনফেকশন করা হয়। হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজিস্ট ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ওটিকে ব্যবহারযোগ্য হিসেবে সার্টিফাই করেন।
৩ ডিসেম্বর ২০২৫-এ একটি সংক্ষিপ্ত পূজা অনুষ্ঠানের পর শল্যচিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম সার্জারি হিসেবে ইএনটি সার্জন হিমিথাইরয়ডেকটমি সম্পন্ন করেন, সাধারণ অ্যানাস্থেসিয়ার অধীনে। অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট, ওটি নার্স, টেকনিশিয়ান ও সহায়ক স্টাফদের সহযোগিতায় দিনটি শেষ হয় দুইটি ইএনটি এবং দুইটি অর্দোপেডিক্স সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করে। এতে নতুন মডুলার ওটির কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়।

অরুণাচল: নাহারলাগুন পুলিশের হাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০টি চুরিকৃত ল্যাপটপ উদ্ধার, চারজন গ্রেফতার

নাহারলাগুন, ৫ ডিসেম্বর: ট্রাইহিমসের আইটি সেল থেকে নতুন ল্যাপটপ চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে নাহারলাগুন পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার পর ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে এফআইআর দায়ের করা হয়। নাহারলাগুন থানার অফিসার ইনচার্জ ক্রিশ্নেন্দু দেবের নেতৃত্বে এবং এসডিপিও নাহারলাগুন ঋষি লংদোর তত্ত্বাবধানে দ্রুত অভিযান চালিয়ে পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২০টি চুরিকৃত ল্যাপটপসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী উদ্ধার করেছে। পুলিশ টিমে ছিলেন নীরী রামা (মামলার তদন্ত কর্মকর্তা), বিবেক লিঙ্গি, কে. সাম্যর, এ. পোয়ম, কনস্টেবল সানু রাজ, কনস্টেবল ডি. বোরা এবং কনস্টেবল টি. দাওয়া। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আরও উদ্ধার ও অপরাধীদের সংযোগ নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলমান রয়েছে।

আগরতলায় সিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন মেয়র, তিন মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ চালু হওয়ার আশ্বাস

আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: জ্যাকসন গেট এলাকায় নির্মীয়মাণ সিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। শুক্রবার সকালে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন নির্মাণকাজ ও পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।
পরিদর্শন শেষে মেয়র জানান, দ্রুত গতিতে কাজ চলছে এবং আগামি তিন মাসের মধ্যেই হাসপাতালটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, এটি চালু হলে আগরতলা শহর ও আশপাশের বাসিন্দারা আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। পুর নিগমের পক্ষ থেকে কাজ তদারকি করা হচ্ছে।

শিল্প সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ নাগরিক এবং পেনশনারদের সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু আজ লোক ভবনে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, দি ত্রিপুরা চেম্বার অফ কমার্স, দি ইন্দো-বাংলা চেম্বার অফ কমার্স, দি ত্রিপুরা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, দি অল ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, দি ত্রিপুরা ইনডাস্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, দি ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশন, দি ত্রিপুরা হোলসেইল গ্রোসারি অ্যাসোসিয়েশন, দি ত্রিপুরা পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং দি এলপিজি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।
বৈঠকে রাজ্যপাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বিক্রির বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য বহিরাজ্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং পেট্রোল, ডিজেলের সন্তোষজনক মজুত গড়ে তুলতে তিনি প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন। আজ সন্ধ্যায় রাজ্যপাল লোক ভবনে প্রবীণ নাগরিক এবং পেনশনারদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন।

তেজস্বীর বিধানসভা অনুপস্থিতি: নীরজ কুমার চায় লিডার অফ দ্য অপজিশন তার ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশ করুক

পাটনা, ৫ ডিসেম্বর: বিহার বিধানসভার চলমান শীতকালীন অধিবেশনে বিরোধীদলীয় নেতা তেজস্বী যাদবের অনুপস্থিতি সরকারী এনডিএ জোটকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে নতুন বিতর্ক তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছে। শুক্রবার, জেডিইউ এমএলসি নীরজ কুমার তেজস্বী যাদবকে নিশানা করে বলেন যে, সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তিনি বর্তমানে ইউরোপে ভ্রমণে রয়েছেন।
"বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তেজস্বী যাদব পরিবারের সঙ্গে ছুটিতে গিয়েছিলেন। তার পিতা অসুস্থ, এবং এখন আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি যে তিনি ইউরোপে ভ্রমণে রয়েছেন। আমি চাই তিনি তার ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশ করুক। তিনি লিডার অফ দ্য অপজিশন তাকে ছবি প্রকাশ করতে হবে। তার সঙ্গে কে যাচ্ছেন? সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ইতিহাস-অপরাধী রমিজও তার সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। এটি একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। তিনি কি আদালতের অনুমতি নিয়েছেন? যদি হ্যাঁ, তবে তার অনুমতির কপি মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা উচিত," বলেন নীরজ কুমার।
জেডিইউ এমএলএ চেতন আনন্দও তেজস্বী যাদবের বিধানসভায় অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
তেজস্বী যাদব বিহার বিধানসভার লিডার অফ দ্য অপজিশন। তিনি একটি দায়িত্বশীল পদে রয়েছেন, এবং আমার বিশ্বাস, অধিবেশনের সময় তার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী বা লিডার অফ দ্য অপজিশন উপস্থিত না থাকেন, তবে তা উপযুক্ত নয়। তারা সরকারের এবং গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অধিবেশনের কার্যক্রম থেকে এই অংশটি অনুপস্থিত থাকা দুঃখজনক, বলেন চেতন আনন্দ।"বিধানসভা চলাকালীন লিডার অফ দ্য অপজিশনের অনুপস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য ভালো সংকেত নয়। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে রয়েছেন এবং তাকে তা সম্মান করা উচিত। যদি ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা থাকে, তা বোঝা যায়। বিহার বিধানসভায় ইতিমধ্যেই বিরোধীদলের সংখ্যা কম, আর যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন, তবে তা নেতিবাচক বার্তা পাঠায়," মন্তব্য করেন আখতারুল ইমান।

ডিজিসিএ—এর জরুরি বৈঠক, সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু ও ইন্ডিগোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু এবং মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি পর্যালোচনা বৈঠক করেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের শীর্ষ নেতৃত্বও। এয়ারলাইন্সটি নভেম্বর ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে নেটওয়ার্কে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটানোর কথা জানায়, যেখানে দৈনিক প্রায় ১৭০—২০০টি ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি।
মন্ত্রী ইন্ডিগোর ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা করেন এবং বলেন, নতুন নিয়ন্ত্রক বিধিমালা কার্যকর করার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় ছিল। তিনি বিমান সংস্থাকে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে কার্যক্রম স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বিমানের ভাড়া বাড়ানো যাবে না উল্লেখ করেন। এছাড়াও, যাত্রীদের যেকোনও সম্ভাব্য বাতিলের আগেই প্রোঅ্যাকটিভভাবে জানাতে এবং প্রয়োজনীয় সব সুবিধা যেমন হোটেল ব্যাবস্থা দ্রুত নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন।
এয়ারলাইন্স স্বীকার করেছে যে ফেজ-২ এফডিটিএল নিয়মের জন্য পর্যাপ্ত ক্রু অনুমান করা হয়নি, যা পরিকল্পনাগত ফাঁক তৈরি করেছে। বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা পরবর্তী কয়েকদিন চলতে পারে, এবং ৮ ডিসেম্বর থেকে ফ্লাইট সংখ্যা কমানো হবে যাত্রীদের অসুবিধা কমানোর জন্য। তারা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত কিছু এফডিটিএল বিধিতে সাময়িক শিথিলতার অনুরোধও করেছে।

আসিম মুনির পাকিস্তানের চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সে নিয়োগ, সামরিক আধিপত্য শক্তিশালী

ইসলামাবাদ, ৫ ডিসেম্বর: পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারি নতুনভাবে তৈরি পদ চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস-এ আসিম মুনিরকে অনুমোদন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি চিফ অব আর্মি স্টাফ পদে থাকায়, এবার তিনটি সেনাবাহিনীর ওপর তার কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হলো, যা দেশের সামরিক আধিপত্যকে আরও দৃঢ় করছে।
মুনিরের নেতৃত্ব আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং তিনটি বাহিনী একযোগে তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী শহবাজ শরীফের আপত্তির কারণে সিদ্ধান্তটি কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল, তবে ২৭তম সংবিধান সংশোধনী প্রয়োগের মাধ্যমে পদটি কার্যকর করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এটি কেবল সামরিক কমান্ড কেন্দ্রীকরণের জন্য নয়, বরং সেনাবাহিনীর শাসনকে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধকরণের পদক্ষেপ।
নতুন পদটি এক নির্বাচিত নন-সিভিলিয়ান অফিসারকে কৌশলগত ক্ষমতার শীর্ষে বসাচ্ছে এবং পাকিস্তানকে আরও গভীর সামরিক প্রভাবিত ও কর্তৃত্ববাদী পথে ঠেলে দিচ্ছে।

াঙ্গন

পাখিলার জোড়া গোলে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার মহিলা ফুটবলের ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাখিলার জোড়া গোল। তাও গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত দুই গোলে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার মহিলা নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছে। বিজিত ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে নকআউট হতে হয়েছে একমাত্র ম্যাচে দুই গোলে হেরে। তবে খেলা শুরুর ৭ মিনিটের মধ্যে মৌসুমী ওড়াং-এর দুর্দান্ত মাইনাস থেকে সতীর্থ পূজা ওড়াং বলটি জালে জড়াতে পারলে হয়তো ফলাফল আজ অন্যরকম হতো। ত্রিপুরা ফুটবলে এসোসিয়েশন আয়োজিত মহিলাদের নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ থেকে শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণকারী চার দলের মধ্যে টুর্নামেন্ট। স্বাভাবিক কারণে প্রথম দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচের পর বিজয়ী দুটি দলের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী ম্যাচ তথা প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ২-০ গোলের ব্যবধানে ফুলো ঝানু ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে পাখিলা বোড়ো একাই গোল দুটি করেন। তবে, খেলা শুরুতে ৭ মিনিটের মাথায় ফুলো ঝানু ক্লাবের স্ট্রাইকার একটি নিশ্চিত গোল হাত ছাড়া করেন। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটের মাথায় পাখিলা বোড়ো একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে ফুলো ঝানুর খেলোয়াড়রা যথেষ্ট চেষ্টা করেও গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। উপরন্তু খেলার অন্তিম সময়ে একেবারে ইনজুরি টাইমে পাখিলা বোড়ো আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান দুই-শূন্য হয়। বিজিত ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে নকআউট হতে হলেও দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় বিনা ওড়াং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, পেট্রন রতন সাহা, সহ-সভাপতি চঞ্চল নন্দী, অমিত দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ দু''দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন। এছাড়াও বর্ষিয়ান মহিলা ফুটবলার রিতা দেববর্মা বল-এ কিক মেরে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ উত্তরাখণ্ডের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল আগামীকাল (শনিবার) উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে খেলবে। দুই দলের পক্ষে এটি ষষ্ঠ ম্যাচ। এলিট ডি গ্রুপের সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ট্রফি টুর্নামেন্টের। আয়োজক বিসিসিআই। এ পর্যন্ত ত্রিপুরা দল যেমন একটি ম্যাচে জয়ী হয়ে চার পয়েন্ট পেয়েছিল। ঠিক তেমনি উত্তরাখণ্ড দলও সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একমাত্র জয় পেয়েছে। দুই দলের সমান সংখ্যক পয়েন্ট হলেও রান রেটের নিরিখে ত্রিপুরা দল এক ধাপ এগিয়ে উত্তরাখণ্ডের তুলনায়। আগামীকাল জয়ের লক্ষ্যে দু-দলই মুখিয়ে রয়েছে। মুল পর্বে পৌঁছানো কোনও দলের পক্ষে সম্ভব না হলেও লীগ পর্যায়ে একটি জয়ের স্বাদ পেতে মরিয়া প্রতিটি দল। উল্লেখ্য, প্রথম ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের কাছে ত্রিপুরা চার উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে রাজস্থানের কাছে ৫ উইকেটে এবং তৃতীয় ম্যাচে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে পরাজয়ের পর চতুর্থ ম্যাচে রাজ্য দল দিল্লীর বিরুদ্ধে ১২ রানে সান্তনার জয় পেয়েছিল। বৃহস্পতিবার ফের ৬১ রানের ব্যবধানে তামিলনাড়ুর কাছে পরাজিত হয়ে চেনা গলিতে ফিরে আসে।

পদক জয়ী খেলোয়ারদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন বন দপ্তরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৮ তম অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট এবার অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা থেকে ৪২ জন ফরেস্টার অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে ৬ জনে মোট ১২ টি পদক ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। শুক্রবার ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগে ৬ জন মেডেল অর্জনকারীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আর এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, প্রিন্সিপাল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সহ অন্যান্যরা।অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট এর লক্ষ্য হল রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বন বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে খেলাধুলা এবং খেলার কার্যক্রম প্রচার করা।এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য, দলগত মনোভাব এবং সৌহার্দ্য গড়ে তোলা। অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিটে সাধারণত ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট, তীরন্দাজ, রাইফেল শুটিং এবং অন্যান্য বিভিন্ন খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ধরণের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইভেন্টটি বিভিন্ন রাজ্যের বন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার এবং ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করার একটি সুযোগও।প্রতি বছর এই ইভেন্টটি বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ করে। প্রতিযোগিতাটি তীব্র, তবে ক্রীড়াপ্রীতি এবং সৌহার্দ্যের মনোভাব বিরাজ করে। অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট শারীরিক সুস্থতা প্রচারের প্রতিশ্রুতি এবং শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার গুরুত্বের প্রতীক।

উত্তরপাড়া থেকে উত্তরণ, রাজা-মন্ত্রী সামলে রাষ্ট্রপতি ভবনের অলিন্দে বাংলার দৃষ্টিহীন দাবাড়ু যুধাজিৎ

দৃষ্টিহীন। তবু উজ্জ্বল চোখ। প্রতিবন্ধকতা শুধুই খাতায়-কলমে। বাবা-মার উৎসাহ আর মনের জোরকে সম্বল করে এগিয়ে চলেছেন যুধাজিৎ দে। হাতি-ঘোড়া-নৌকায় চড়ে বাংলার দৃষ্টিহীন দাবাড়ু পৌঁছে গিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। গত বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্মানিত করেছেন যুধাজিৎকে।

৬ বছর বয়সে মায়ের কাছে দাবা শেখা শুরু। তার পর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ২৯ বছরের যুধাজিতের শুধুই উত্তরণ। দাবার পাশাপাশি সেতার বাদনেও দক্ষ তিনি। নিজেকে উদাহরণ হিসাবে তৈরি করেছেন প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরীদের সামনে। প্রতিবন্ধকতা কখনও যুধাজিতের সামনে বাধা তৈরি করতে পারেনি। পরিবার-কোচেদের সহযোগিতা এবং মনের জোর সম্বল করে একের পর এক পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পে এ বছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন যুধাজিৎ। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিব্যাঙ্গজন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। মাস খানেক আগে রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে ফোন করে পুরস্কারের কথা জানানো হয়। আনন্দবাজার ডট কম-কে দিল্লি থেকে ফোনে যুধাজিৎ বললেন, "রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে আসা ফোনটা বাবা ধরেছিলেন। শোনার পর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিলাম। কী বলব, কী করব বুঝতেই পারছিলাম না। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার মুহূর্তের অনুভূতিও বলে বোঝানো সম্ভব নয়। দু'দিন পরও রোমাঞ্চিত লাগছে। এমন একটা সম্মান বা স্বীকৃতি পেতে পারি কখনও ভাবিনি।"

কেমন ছিল শুরুর সময়টা? যুধাজিত বললেন, "তখন ছোট। মা (রুমা দে) দাবা খেলতে জানেন। মায়ের কাছেই শেখা শুরু। আমি আর আমার যমজ ভাই দিব্যজিৎ একসঙ্গেই শেখা শুরু করি। আমার ভাইয়েরও চোখের সমস্যা রয়েছে। দৃষ্টি অল্পই। কিন্তু আমরা কখনও নিজেদের প্রতিবন্ধী বলে ভাবিনি। বাবা-মাও কখনও আমাদের প্রতিবন্ধী মনে করেননি। আমার তো মনে হয়, এটা অনেকটাই মনের ব্যাপার।" তিনি আরও বললেন, "মায়ের কাছে দাবা শেখা শুরু হলেও পরে আরও অনেকের কাছে শিখেছি। অনেকগুলোয় জায়গায় শিখেছি। কারও নাম আলাদা করে বলতে চাই না। প্রত্যেকে আমার গুরু। ওঁরা সকলে আমার কাছে সব মর্যাদার।"

শুধু দাবা নয়, ভাল সেতার বাজাতে পারেন যুধাজিৎ। সেতারে পাঁচ বার সোনার পদক পেয়েছেন। যুধাজিৎ বললেন, "দাবা আর সেতার নিয়েই থাকি। এগুলোতেই আমার আনন্দ। দু'ভাই একসঙ্গে খেলায় সুবিধা হয়েছে। আমি তো দেখতে পাই না। আমাদের খেলা শেখার সময়, প্রযুক্তি এত উন্নত ছিল না। বিভিন্ন বই পড়তে হত। ভাই আমাকে পড়ে দিত। আরও নানা রকম সাহায্য করত। আমার দাবাড়ু হয়ে ওঠার নেপথ্যে বাবা-মা, কোচদের মতো বড় অবদান রয়েছে ভাইয়ের। ২০০৮ সাল থেকে রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতাগুলিতে খেলতে শুরু করি। প্রথম প্রতিযোগিতাতেই রানার্স হয়েছিলাম।"

যুধাজিৎ এখন মূলত দাবা শেখান। তিনি বলছিলেন, "আমি এখন খেলা শেখাই। আমার ফিডে রেটিং ১৮১০। বালি দাবা অ্যাকাডেমির অন্যতম সিনিয়র কোচ আমি। অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও খেলা শেখাই। ভিন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীও রয়েছে আমার। সব মিলিয়ে এখন ৭০-৮০ জনকে খেলা শেখাই। ভাই ডানকুনির একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দাবা শিক্ষক।"

এখন নিজে খেলেন না? যুধাজিৎ বললেন, "কোভিডের সময় অনলাইনে শেখাতে শুরু করি। এখন এত ছাত্র সামলে নিজের খুব একটা খেলা হয় না। আমি এখন পেশাদার কোচ। তবে একটা সময় পর্যন্ত প্রচুর প্রতিযোগিতা খেলেছি। দৃষ্টিহীনদের প্রতিযোগিতায় খেলেছি, তেমন সাধারণ প্রতিযোগিতাতেও খেলেছি অনেক।" স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির দাবাড়ুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে কখনও সমস্যা হয়নি? যুধাজিৎ বললেন, "না। কোনও সমস্যা হয়নি। খুব সাহায্য, উৎসাহ পেয়েছি সব সময়। সকলের কাছে পেয়েছি। স্বাভাবিক প্রতিপক্ষেরাও আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আয়োজকেরা সাহায্য করেছেন। এমনও হয়েছে, প্রতিযোগিতার মাঝে হয়তো কোনও একটা রাউন্ড জিতেছি। তাতেও সকলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। তবে হ্যাঁ, দৃষ্টিহীনদের প্রতিযোগিতা খেলতে গিয়ে একাধিকবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে।"

সে কী! সাধারণ প্রতিযোগিতায় সমস্যা হয়নি, আর দৃষ্টিহীনদের প্রতিযোগিতায় সমস্যা? যুধাজিৎ বললেন, "হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও হয়েছে। আমি কারও নাম বলব না। আসলে অ্যাথলেটিক্সে দৃষ্টিশক্তি বিচার করে প্রতিযোগীদের যেমন বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, দাবায় তেমন ব্যবস্থা নেই। যারা অল্প দেখতে পায়, তারাও দৃষ্টিহীনদের প্রতিযোগিতায় খেলতে পারে। এই ধরনের কিছু দাবাড়ুর মধ্যে অসততা দেখেছি। কখনও কেউ চাল পাল্টে দিয়েছে, কখনও কেউ অন্যরকম সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পাই না বলে সে ভাবে প্রতিবাদ করতে পারি না। তা ছাড়া, এ সব প্রমাণ করা কঠিন। আমার তো মনে হয়, দৃষ্টিহীনদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কারও যদি খুব সামান্য দৃষ্টিশক্তিও থাকে, তা হলে তার চোখ বেঁধে দেওয়া। অ্যাথলেটিক্সে হয়। জানি না, দাবায় কেন হয় না। অথচ দাবা যে কারও সঙ্গে খেলা যায়। যে কোনও বয়সের মানুষের সঙ্গে খেলা যায়।"

খেলোয়াড়জীবনের এই আক্ষেপ নিয়ে বসে থাকতে চান না যুধাজিৎ। নানা ভাবে সমাজের জন্য অবদান রাখতে চান। ভবিষ্যতের দাবাড়ু তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে চান। গত জুলাইয়ে উত্তরপাড়ায় একটি দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলেন স্পনসর ছাড়াই। শুধু এন্ট্রি ফি নিয়েছিলেন। মোট ৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। ১০-১১ জন ফিডে রেটেড দাবাড়ুও ছিল। চলতি মাসেই আয়োজন করছেন একটি কুইজ প্রতিযোগিতা। যুধাজিতের বক্তব্য, "আমি থামতে চাই না। যা যা করা আমার পক্ষে সম্ভব, সব করতে চাই। সকলকে বোঝাতে চাই, অসম্ভব বলে কিছু হয় না। আমার মতো যারা দেখতে পায় না, অন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাদের সামনে নিজেকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরতে চাই।"

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পাওয়াকে জীবনের সেরা প্রাপ্তি হিসাবে দেখছেন। কোথায় সাজিয়ে রাখবেন এই পদক? যুধাজিৎ বললেন, "এটা বাবা-মা ঠিক করবেন। আমি এ সব নিয়ে ভাবি না। আমি শুধু নিজের কাজ করে যেতে চাই। এখনও পর্যন্ত আমার জেতা সব পদক বাবা-মাই সাজিয়ে রেখেছেন।"

রাজ্য সরকার তাঁকে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যবই 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি'-তে লেখা হয়েছে যুধাজিতের কথা। বাংলার দুই গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া এবং সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জায়গা পেয়েছেন তিনি। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছ থেকে পেয়েছেন 'সেরা সৃজনশীল শিশু' পুরস্কার।

জাতীয় কুরাশ প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলের রওনা ১২ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলা এনএসআরসিসি-তে একদিনের রাজ্য ভিত্তিক সিলেকশন অনুষ্ঠিত হয়। এই দল গঠন শিবিরের রাজ্যের আটটি জেলা থেকে সর্বমোট ১৪২ জন ছেলে মেয়ে কুরাশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য কুরাশ এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা রাজ্য বিধানসভার সদস্য অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলর বোর্ড মেম্বার তথা ত্রিপুরা রাজ্য কুরাশ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের বোর্ড মেম্বার তথা ত্রিপুরা রাজ্য কোরাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাহুল ভট্টাচার্য্য সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কোচ ও টেকনিক্যাল অফিসিয়াল। রাজ্য দলের হয়ে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ১৮ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী আগামী ১২ই ডিসেম্বর রেলপথে রওনা হবে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা আগামী ১৬ থেকে ২১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে আয়োজিত ৬৯তম জাতীয় স্কুল কুরাশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

আগরতলায় টি-রেরা আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উদ্বোধন আগামীকাল (শনিবার)। উদ্বোধনী দিনে হবে দুটি ম্যাচ। দ্বিতীয় বর্ষ টি-রেরা আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার আসর। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। আসর চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় বর্ষ এবারের আসরে অংশ নিয়েছেন ১৬৮ জন দাবাড়ু। এর মধ্যে ভিন রাজ্যের দাবাড়ু-র সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। আগামীকাল (শনিবার) সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। বিকেল তিনটায় দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। খেলা পরিচালনা করবেন পান্না আহমেদ। এদিকে বিমান সমস্যার জন্য ভিন রাজ্যের বেশ কয়েকজন দাবাড়ু আসরে অংশ নিতে পারবে না এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তা নিয়েই দুশ্চিন্তায় উদ্যোক্তারা। এ বারের আসরের প্রাইজমানি থাকছে তিন লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা। আসরের সেরা দাবাড়ু পাবেন সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ ৫০ হাজার টাকা। প্রথম কুড়ি স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক বিভাগেও পুরস্কার দেওয়া হবে। টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য এ খবর জানিয়েছেন।

'প্রথমবার ভারতের জার্সি পরার মতোই পুলিশের উর্দি পরার অনুভূতি' অনুশীলনে আবেগঘন রিচা

প্রথমবার কোনও বাঙালির হাতে উঠেছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তারপর বিভিন্ন মহল থেকে সংবর্ধনা পাচ্ছেন রিচা ঘোষ। বুধবারই নতুন ইনিংস শুরু করেছেন তিনি। রাজ্য পুলিশের ডিএসপি হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন এই তারকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার স্বাগত জানিয়েছিলেন রিচাকে। পুলিশের উর্দি পরে কেমন লেগেছে, তা জানিয়েছেন তিনি। সেই রিচাই বিশ্বকাপের পর প্রথমবার প্র্যাকটিসে ব্যাট হাতে নেমে পড়লেন।

প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন বঙ্গকন্যা রিচা। ফলে বিশ্বজয়ের স্বাদ বাংলায় আরও বেশি। ইতিহাস গড়া মেয়েকে আগেই সংবর্ধনা দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিহাস গড়া মেয়েকে আগেই সংবর্ধনা দিয়েছে রাজ্য সরকার। গত শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে হয়ে গিয়েছে 'রিচা-বরণ'। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চমকপ্রদভাবে রিচাকে ওইদিন 'বঙ্গভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেছে রাজ্য সরকার। বঙ্গের ক্রিকেটারকে রাজ্য পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে জেইউ সেকেন্ড ক্যাম্পাসে ভারতীয় মহিলা দলের এই 'পাওয়ার হিটার' অনুশীলনে নামলেন।

ডিএসপি পদে নতুন দায়িত্ব পেয়ে কেমন লাগছে? এর উত্তরে রিচা বলেন, "ক্রিকেটের পর পুলিশ কিংবা আর্মিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিলেন খুব খুশি হয়েছি।" পুলিশের উর্দিতে নিজেকে প্রথমবার দেখে কেমন লেগেছিল? রিচার জবাব, "ভারতীয় দলে অভিষেকের আগে প্রথমবার নীল জার্সি গায়ে চাপিয়ে যেমন অনুভূতি হয়েছিল, কিছুটা পার্থক্য থাকলেও পুলিশের উর্দি গায়ে চাপিয়ে অনেকটা একই রকম অনুভূতি হয়েছে।"

আগামী মাসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে উইমেন ইন ইন্ডিয়া। সেই সিরিজের প্রস্তুতি হিসাবেই বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে নেমেছেন রিচা। তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাটিং করতে দেখা যায়। কভার ড্রাইভ হোক কিংবা ফ্লিক সবেতেই ছিলেন সাবলীল। রক্ষণও ছিল মজবুত। তবে নেট বোলাররা ছিলেন পুরুষ। বিশ্বকাপ জয়ের একমাস কেটে গিয়েছে। এবার ভবিষ্যতের লক্ষ্যে অনুশীলনেও নেমে পড়েছেন। রিচা বলছেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসছে। তার আগে অনেকগুলো সিরিজ আছে। ডব্লিউপিএল আছে। লক্ষ্য একটাই, ইংল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা।"

বৃহস্পতিবারের অনুশীলন নিয়ে তিনি বলেন, "একমাস পর ব্যাট ধরলাম। আগে যেভাবে ব্যাট করেছি, সেই পদ্ধতিই ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম।" শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২১-৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সিরিজ। প্রথম দু'টি ম্যাচ হবে বিশাখাপত্তনমে। বাকি তিন ম্যাচ তিরুঅনন্তপুরমে। ম্যাচগুলি রয়েছে ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৩০ ডিসেম্বর। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে ২৩৫ রান করেছেন রিচা। গড় ৩৯.১৬। স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৫২।

লড়াইয়ে ফিরেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ ইংল্যান্ড, আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ব্রিসবেন টেস্টে সুবিধাজনক জায়গায় অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন টেস্টে দ্বিতীয় দিনের নৈশভোজের বিরতির আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার দাপট ছিল বেশি। বিরতির পর ক্যামেরন গ্রিন এবং স্টিভ স্মিথকে একই ওভারে আউট করে দলকে লড়াইয়ে ফেরান ব্রাইডন কার্স। তিনিই আবার শেষ বেলায় মাইকেল নেসেরের সহজ ক্যাচ ফেলে দিলেন। ফলে সুবিধা হাতছাড়া হল ইংল্যান্ডের। বেন স্টোকসদের প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান ৬ উইকেটে ৩৭৮। আয়োজকেরা এগিয়ে ৪৪ রানে।

পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসের মতো ব্রিসবেনেও অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শুরু করেন ট্রেভিস হেড। আগের ম্যাচে আগ্রাসী ব্যাটিং করে জয় ছিনিয়ে নেওয়া হেড এ দিন তুলনায় সাবধানী ছিলেন। তবে রান তোলার গতি বজায় রাখেন। ৪৩ বলে ৩৩ রান করে আউট হন কার্সের বলে। মেরেছেন ৩টি চার এবং ১টি ছয়। বড় রান না পেলেও দলের ইনিংসের সুর বেঁধে দিয়েছেন হেড। সে ভাবেই দলকে এগিয়ে নিয়ে যান আর এক ওপেনার জ্যাক ওয়েদারাল্ড এবং তিন নম্বরে নামা লাবুশেন। গোলাপি বলের টেস্টে তাঁরা রান তোলেন প্রায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মেজাজে। ইংল্যান্ডের 'বাজবল' ক্রিকেটকে নির্বিষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েই সম্ভবত ব্যাট করেন তাঁরা। সারা দিন ওভার প্রতি ৫ রানের বেশি তুললেন অজিরা।

শুক্রবার অজি ব্যাটারদের আগ্রাসী ব্যাটিং থামাতে পারলেন না স্টোকসেরা। শুরুতে জফ্রা আর্চার ছাড়া কেউ সমীহ আদায় করতে পারেননি। ওয়েদারাল্ড করেন ৭৮ বলে ৭২। ১২টি চার এবং ১টি ছয় মারেন তিনি। লাবুশেনের ব্যাট থেকে এসেছে ৭৮ বলে ৬৫ রানের ইনিংস। বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শুক্রবার দিন-রাতের টেস্টে ১০০০ রান পূর্ণ করলেন তিনি।

স্মিথ করলেন ৬১। কার্সের বলে তিনি আউট হলেন উইল জ্যাকসের দুর্দান্ত ক্যাচে। গ্রিনের ব্যাট থেকে এসেছে ৪৫। জশ ইংলিস (২৩) ভাল রান পেলেন না। ৩২৯ রানে ৬ উইকেট পড়ার পর অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের হাল ধরেছেন অ্যালেক্স ক্যারে (অপরাজিত ৬৪) এবং নেসের (অপরাজিত ১৫)। ইংল্যান্ডের আর্চার ৭৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। ৯৩ রানে ২ উইকেট স্টোকসের। ১১৩ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন কার্স।

এর আগে শুক্রবার সকালে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৩৩৪ রানে। প্রথম দিনের শেষে স্টোকসদের রান ছিল ৯ উইকেটে ৩২৫। শুক্রবার তার সঙ্গে ৯ রান যোগ করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন জো রুট। তাঁর ১৩৮ রানের ইনিংসে রয়েছে ১৫টি চার এবং ১টি ছয়। অপরাজিত থাকা আর এক ব্যাটার জফ্রা আর্চার করলেন ৩৬ বলে ৩৮ রান। ২টি করে চার এবং ছয় মেরেছেন তিনি। দশম উইকেটের জুটিতে ইংল্যান্ড যোগ করে ৭০ রান। ৭৫ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক।

মাঠে নামার আগেই লাল কার্ড! ভারতীয় ফুটবলে অদ্ভুত ঘটনা, দায়ী ফুটবলারের অন্তর্বাস

খেলা শুরু হতে তখনও কিছুটা সময় বাকি। দু'টি দলও তখন মাঠে নামেনি। কিন্তু মাঠে ঢোকার টানেলেই লাল কার্ড দেখলেন ফুটবলার! ভারতের প্রথম সারির ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই ঘটনা ঘটল।

সুপার কাপ সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার ম্যাচ ছিল মুম্বই সিটি এফসি—র বিরুদ্ধে। খেলা শুরুর আগে টানেলে দাঁড়িয়েই লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতে হল এফসি গোয়ার অধিনায়ক ইকার গুয়্যারোক্সেনাকে।

খেলা শুরুর আগে দুই দল যখন টানেলে দাঁড়িয়েছিল, তখনই দেখা যায় রেফারির সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েছেন গুয়্যারোক্সেনা। তখনই রেফারি প্রতীক মণ্ডল আচমকাই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে লাল কার্ড দেখিয়ে টানেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন!

জানা গিয়েছে গোটা ঘটনার জন্য দায়ী গুয়্যারোক্সেনার অন্তর্বাস। তার রং নাকি নিয়মবহির্ভূত ছিল। জার্সির নিচে যে টি-শার্টটি পরেছিলেন, সেটি বিপক্ষ দলের জার্সির মতো।

জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সের সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাস্টার্স অ্যাথলেটদের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী রবিবার। ওই দিন সকাল দশটায় ইন্দ্রনগরস্থিত আইটিআই গ্রাউন্ডে এই সিলেকশন ট্রায়ালে সংশ্লিষ্ট সকল মাস্টার্স অ্যাথলেটদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অল ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই সিলেকশন ট্রায়াল থেকে বাছাইকৃত খেলোয়ারদের আগামী জানুয়ারিতে কেরালায় অনুষ্ঠিতব্য ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটে অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যের প্রতিনিধি দল তৈরি করা হবে। বয়সের নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র সহ অ্যাথলেটদের যথাসময়ে আইটিআই গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করার জন্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আশিষ পাল এক বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ফের ক্রিকেট ঘিরে পদপিষ্টের পরিস্থিতি! ভারত-প্রোটিয়া ম্যাচের টিকিট কাটতে হুলস্থুল কটকে

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট কাটতে গিয়ে হুলুস্থুল! কার্যত পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হল কটকে। টিকিট কাটার তাড়ায় প্রবল ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি, দৌড়-সবমিলিয়ে শুক্রবার সকালে বরাবাটি স্টেডিয়ামের সামনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। প্রবল ভিড়ে উন্মত্ত জনতার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

কটকের বরাবাটি স্টেডিয়ামে ভারতের শেষ ম্যাচ পড়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই ওয়ানডে ম্যাচ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে চাহিদা তুঙ্গে ছিল। বছরশেষে আবারও কটকে খেলছে মেন ইন ব্লু। ৯ ডিসেম্বর প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ওড়িশার কটকে। সেই ম্যাচের টিকিট নিয়েই যাবতীয় বিতর্ক। আগামী মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য অনলাইনে পর্যাপ্ত টিকিট ছাড়া হয়নি বলেই অভিযোগ। তাই শীতের সকালে কাঁপতে কাঁপতে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাজারে হাজারে মানুষ অপেক্ষা করছেন বরাবাটি স্টেডিয়ামের গেটের বাইরে। দরজা খোলামাত্র বিপুল মানুষের ভিড় যেন আছড়ে পড়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে। একে অপরকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেই দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। টিকিট কাটা নিয়ে এহেন সমস্যা দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আমজনতা। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা নিয়ে তাঁদের তোপ, স্টেডিয়ামের যে দর্শকাসন তার খুবই কম অংশের টিকিট ছাড়া হয়েছে অনলাইনে। বরাবাটি স্টেডিয়ামে ৪৫ হাজার আসন রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ২০ হাজার আসনের টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বাকিটা ভিআইপিদের জন্য সংরক্ষিত বা পাস হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, এমনটাই মত ক্রিকেটপ্রেমীদের। যেহেতু টিকিটের অভাব, তাই কালোবাজারি বাড়ছে হু হু করে। ১ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হচ্ছে ৬ হাজারে। যে টিকিটের দাম ৬ হাজার, সেটা ১১ হাজারে বিকোচ্ছে। শুক্রবারই অফলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয় বরাবাটি স্টেডিয়ামে। তারপরেই কার্যত পদপিষ্ট পরিস্থিতি কটকে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সামনে পদপিষ্ট হয়ে ১১ ক্রিকেটপ্রেমীর মৃত্যু হয়েছে। তারপরেও কেন বরাবাটি স্টেডিয়ামের সামনে এত মানুষের জমায়েত আটকাতে পারল না ওড়িশা প্রশাসন, উঠছে প্রশ্ন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিজ্ঞান সম্মত কষি কাজে গুরুত্বোরোপ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। আমাদের দেশের উন্নয়নে মূল চাবিকাঠি হচ্ছে কৃষি। রাজ্যের বর্তমান সরকারও কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আজ লেম্বুছড়াস্থিত ত্রিপুরা কৃষি কলেজের অডিটোরিয়ামে রবি পেঁয়াজ চাষ সম্পর্কিত কর্মশালার উদ্বোধন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন।
তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কৃষি এবং এর সঙ্গে যুক্ত হর্টিকালচার, মৎস্যচাষ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কৃষি কাজ করতে হবে। তবেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, গত ৭ বছরে রাজ্য সরকার কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ২২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ফসল বাজারজাত করণের জন্য ১৪৪টি বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৩০৩ কোটি টাকা। রাজ্যের মূল জিএসডিপি”র ৪৬ শতাংশই আসছে কৃষিক্ষেত্র থেকে। তিনি বলেন, কৃষকরা হচ্ছেন অন্নদাতা। তাদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার জলবায়ু পেঁয়াজ চাষের উপযোগী। রাজ্যের কৃষি কলেজের বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষামূলক ভাবে রবি পেঁয়াজের চাষ করে সফল হয়েছেন। তিনি পেঁয়াজ চাষে বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবাশিষ সেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদ্যানপালন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কটমিরে, আইসিআর”র আইএসসি সদস্য প্রদীপ বরণ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে ৩০০ জন পেঁয়াজ চাষি উপস্থিত ছিলেন। পেঁয়াজ চাষিদের হাতে অতিথিগণ ৪০কেজি পেঁয়াজের বীজ, স্পেয়ার, কেঁচো ও জৈবসার, ছত্রাকনাশক, কীটনাশক ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস তুলে দেন। দুইজনকে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: শুক্রবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন লিমিটেড-এর বার্ষিক সাধারণ সভা। এই বার্ষিক সভাকে ঘিরে ছিল মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমবায় ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ভোক্তা কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। এছাড়া সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় দপ্তরের সচিব আইএএস তাপস রায় এবং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান টুটন দাস সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
সভায় ফেডারেশনের বার্ষিক কার্যপরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ করণীয় এবং ভোক্তা সেবার মানোন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত সদস্যরা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন।

বিশালগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম পাঁচ বছরের শিশু, জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ ডিসেম্বর: বিশালগড়ে দ্রুতগতির একটি বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে পাঁচ বছরের এক শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে ঘনিয়ামাড়া এলাকায়। আহত শিশুর নাম জেসমিন আক্তার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে ঘনিয়ামাড়ায় দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি বাইক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে শিশুটি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃতি যুব রাজনীতিবিদ আইকনিক অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন পিনাকী দাস চৌধুরী

কল্যানপুর, ৫ ডিসেম্বর: ত্রিপুরার জন্য আবারও গর্বের মুহূর্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমতা সাহিত্য একাডেমী আগামী ২৭ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে আয়োজন করতে চলেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন—২০২৫। সেই সম্মেলনেই যুব রাজনীতিবিদ আইকনিক অ্যাওয়ার্ড এর জন্য নির্বাচিত হলেন কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের জননন্দিত বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।
ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের ভারতীয় বিদ্যা ভবন, খারভেলা নগরে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতোমধ্যেই একাডেমির জাতীয় সভাপতি ডক্টর ডি. এস. তান্ডেকার---এর স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। আন্তর্জাতিক মানের এই সম্মেলনে প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কিছু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রদান করে সমতা সাহিত্য একাডেমী।এবারও সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংগীত, নাট্যশিল্প, সমাজসেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রীড়া থেকে শুরু করে উদ্যোক্তা উন্নয়ন পর্যন্ত বহু বিভাগে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, এশিয়ান ডায়মন্ড আইকনিক অ্যাওয়ার্ড, লর্ড বুদ্ধ গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড, এপিজে আব্দুল কালাম আইকনিক অ্যাওয়ার্ড, মাদার তেরেসা আইকনিক অ্যাওয়ার্ড, গ্লোবাল অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন দেশ বিদেশের বিশিষ্টজনেরা।
এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন ত্রিপুরার তরুণ বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, যাঁর সামাজিক কার্যক্রম ও জনসংযোগমূলক উদ্যোগকে বিবেচনা করেই তাঁকে এ বছরের যুব রাজনীতিবিদ আইকনিক অ্যাওয়ার্ড---এর জন্য বাছাই করেছে নির্বাচনী বেঞ্চ। বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও উচ্ছ্বাসের ঢেউ। নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, সমতা সাহিত্য একাডেমী আমাকে যে সম্মান জানিয়েছে, তা আমার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। এই পুরস্কার প্রাপ্তি কল্যাণপুরবাসীর প্রতি নিবেদিত তাদের সমর্থন ও ভালোবাসা না থাকলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না।

মহিলা ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ডিসেম্বর: আজ কৈলাসহর মহকুমার চন্ডীপুর ব্লকের সরোজনী পঞ্চায়েত কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে নবচেতনা জাতীয় অভিযানের (৪০) অঙ্গ হিসেবে একদিনের স্বাস্থ্য শিবির ও নারী সুরক্ষা আইন সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, মহিলা ক্ষমতায়ণে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। মেয়েরা আজ আর কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। তাদের স্বনির্ভর করতে এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর টিআরএলএম প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি আরও বলেন, বাল্য বিবাহ রোধে রাজ্য সরকার কাজ করছে। কোনও অন্ত্যোদয় পরিবার যদি তাদের মেয়ের বিয়ে ১৮ বছর পর্যন্ত হওয়ার পর দেয়, তবে সেই পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়। এছাড়াও অন্ত্যোদয় পরিবারে যদি কোনো মেয়ে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তাহলে সেই মেয়েটি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এককালীন ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবে। তিনি বলেন, যে একজন মা নিজের শিশুর যত্ন নিচ্ছেন, সেই শিশুর শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। যা শিশুর ১৮ বছর পর্যন্ত চলবে। গত অর্থবছরে প্রায় ৫ হাজার পরিবার এই সুবিধা পেয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, আজকের মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশের নাম উজ্জ্বল করছে। তাদের এই অগ্রযাত্রায় সমাজের প্রতিটি মানুষকে পাশে দাঁড়াতে হবে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চন্ডীপুর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয় দাস। তাছাড়া অনুষ্ঠানে চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহ, উনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, সরোজিনী পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা কৈরি, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, সমাজ সেবী পিন্টু ঘোষ প্রমুখ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে চা বাগান এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও স্বসহায়ক দলের দিদিদের মধ্যে স্যানিটারি কিটও বিতরণ করা হয়।

বিশালগড়-গোলাঘাটি সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর: রাজ্যে পথদুর্ঘটনার পরিসংখ্যান যেন আর থামছেই না। শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার কিছু আগে বিশালগড়---গোলাঘাটি সড়কে আবারও মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বিশ বছর বয়সী যুবক সুব্রত বীর। তিনি টাকারজলা থানাধীন এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন ড্রজার চালক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সিপাহীজলা স্কুলের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় সুব্রতকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত সুব্রত বীরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোলাঘাটি জগন্নাথ পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবরা হাসপাতালে ভিড় করেন এবং সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন।
তবে ঘটনার একটি বড় রহস্য এখনো কাটেনিএটি কি সড়ক দুর্ঘটনা, নাকি খুন? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের পরেই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে।
এদিকে ঘটনাস্থল বিশালগড় থানার অন্তর্ভুক্ত হলেও নিহতের বাড়ি টাকারজলা এলাকায় হওয়ায় বিশালগড় থানার পুলিশ টাকারজলা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সিপাহীজলা জেলায় দুর্ঘটনার পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে।
প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। প্রশাসনের নজরদারির ঘাটতিকে দায়ী করছেন অনেকে।
সুব্রত বীরের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ময়নাতদন্তের রিপোর্টই জানাবেএটি দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হামলার ফল।

৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: রাজ্যে ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হবে। ১৫ দিনব্যাপী এই মেলা চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই মেলা চলবে। আজ সচিবালয়ের ৩নং সভাকক্ষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা”র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলার প্রথম প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে সফল করে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এবারের মেলায় নতুনত্ব আনার পাশাপাশি মেলাকে আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সুভাষচন্দ্র দাস ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলাকে সফল করতে দপ্তরের প্রাক-প্রস্তুতি এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি জানান, প্রতি বছরের মতো এবারের মেলায়ও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত বিভিন্ন সংস্থাগুলির স্টল খোলা হবে। মেলায় ফুড কোর্ট সহ থিম প্যাভিলিয়নের ব্যবস্থা থাকবে। এবারের মেলায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনারের আয়োজন করা হবে। তাছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
সভায় ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই মেলাকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরিচালন কমিটি, কার্যকরী কমিটি সহ বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৮তম অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট ২০২৫ - এ মোট ১২ টি মেডেল জয় ত্রিপুরার, সংবর্ধনা ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর:২৮ তম অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। সেই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা থেকে ৪২ জন ফরেস্টার যোগদান করেন। তার মধ্যে ৬ জনে মোট ১২ টি মেডেল অর্জন করে। আজ ত্রিপুরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগে ৬ জন মেডেল অর্জনকারীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, প্রিন্সিপাল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সহ অন্যান্যরা। অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিট এর লক্ষ্য হল রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বন বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে খেলাধুলা এবং খেলার কার্যক্রম প্রচার করা এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য, দলগত মনোভাব এবং সৌহার্দ্য গড়ে তোলা।
অল ইন্ডিয়া ফরেস্ট স্পোর্টস মিটে সাধারণত ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্ট, তীরন্দাজ, রাইফেল শুটিং এবং অন্যান্য বিভিন্ন খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ধরণের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইভেন্টটি বিভিন্ন রাজ্যের বন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার এবং ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করার একটি সুযোগও। প্রতি বছর এই ইভেন্টটি বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সারা ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে আকর্ষণ করে।

বার্ষিক অনুষ্ঠানে সুরের ঝঙ্কারে শ্রোতাদের মোহিত করলেন বাঁশি শিক্ষার একাডেমি মেলোডিকার ছাত্রছাত্রীরা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর: : রবিবার কলকাতার লেকটাউনের মানিক্য মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল বাঁশি শিক্ষার একাডেমি মেলোডিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। “গুরু প্রণাম ২০২৫” শীর্ষক সেই অনুষ্ঠানে সকলকে মোহিত করলেন প্রখ্যাত বংশীশিল্পী তথা আন্তর্জাতিক স্তরে বাঁশির শিক্ষক (গুরুজী) অশোক কুমার কর্মকারের শিষ্যরা। এদিন বাঁশির সঙ্গে সুরের ঢেউ ওঠে দোতারা, বেহালা, ম্যান্ডোলিন, সরোদ, সেতারেও । শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তবলার লহরী ও মাতৃমণ্ডলী ও অভিভাকদের গান।
গত ৩০ নভেম্বর রবিবার, কলকাতার লেকটাউনের মানিক্য মঞ্চে মেলোডিকার “গুরু প্রণাম ২০২৫” শীর্ষক দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজের গুরু পণ্ডিত হিমাংশু বিশ্বাস, পণ্ডিত দীপক চৌধুরী, পন্ডিত বিশ্বনাথ সুর ও ডক্টর প্রদীপ চক্রবর্তীদের শ্রদ্ধা জানান মেলোডিকার কর্ণধার অশোক কুমার কর্মকার। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আকাশবানী ও দূরদর্শনের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রাক্তন অধিকর্তা প্রথিতযশা শিল্পী সুনীত চট্টোপাধ্যায় ।
প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর পরিচালিত গোহালডাঙ্গা আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত স্বামী হররূপানন্দ সন্ন্যাসী মহারাজ। স্বামী হররূপানন্দ মহারাজ বলেন, “প্রনাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই সঙ্গীতগুরু শ্রীঅশোক কুমার কর্মকার মহাশয় এবং মেলোডিকা গ্রুপের সমস্ত সদস্যদের এমন সুন্দর একটি অপূর্ব অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য।এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে খুবই আনন্দিত আর নিজেকে গর্বিত মনে করছি।“
এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন অশোক কুমার কর্মকারের বর্তমান গুরু ডক্টর প্রদীপ চক্রবর্তী (কিংবদন্তী প. রবিশংকরের শিষ্য)। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর বলিষ্ঠ সেতার বাদন শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। তাঁকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন অশোক কুমার কর্মকার। সেই সঙ্গে সম্মাননিধি স্বরূপ নিজের গুরুজীর হাতে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন তিনি। ড: প্রদীপ চক্রবর্তীর মানপত্রটি রচনা করেন মেলোডিকার গুরুমা মৌসুমি কর্মকার। এদিন মঞ্চে সেটি পাঠও করেন তিনি।
অশোক কুমার কর্মকার জানান, “পূজ্যপাদ স্বামী হররূপানন্দ জী মহারাজ ও পূজনীয় শ্রী সুনীত চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। এছাড়া গুরুজী ডক্টর প্রদীপ চক্রবর্তীকে সম্মাননিধি স্বরূপ সামান্য অর্থ প্রদান করতে পেরে এবং ৮২ বছর বয়সেও তাঁর বাঘের মত সেতার বাদন শুনতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি।“
এদিন একাধিক অসাধারন সমবেত বাদন ও একক বাঁশি বাদন সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠান মূলত বাঁশির শিক্ষার একাডেমির হলেও দোতারা, বেহালা, ম্যান্ডোলিন, সেতার, সরোদ, এসরাজ, কি বোর্ড ও কণ্ঠ সংগীতের বৈচিত্র্যময় ভরাট ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হন। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তবলার লহরী ও মাতৃমণ্ডলী ও অভিভাকদের গান।
গুরুজী অশোক কুমার কর্মকারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদেরর মধ্যে ছিলেন, অরণ্য দাস, রিষিত মৈত্র, সমীর দেব, দেবাঙ্ক দাস, দেবজ্যোতি জানা (বেহালা), সৌরভ চ্যাটার্জী, সমীর চ্যাটার্জী (কণ্ঠ), সায়ন্তন ভৌমিক (সরোদ), সায়ন সরকার, নয়ন সর্দার, শান্তনু রায়, সমবেত বংশী বাদনে ছিলেন, স্মিতা দেবনাথ, অদ্রিজা কর্মকার, সুরূপা নন্দন, দ্রীশানা ব্যানার্জী, সুবর্ণ সামন্ত, খুকু রায়, পায়েল গাঙ্গুলি, কাজরি বিশ্বাস, ডাঃ দেবলীনা দাস, অংশু সাঁতরা, বিজয় ভট্টাচার্য্য, বিকাশ কান্তি দাস, অতনু কোটাল, উজ্বল ঘোষ, সুরেশ মন্ডল, দুশ্যন্ত ব্যনার্জী, সন্দীপ ভৌমিক, তুষার দিংগল, তুষার হালদার, সৈকত দাস, অধ্যাপক অনন্য দেব রায়, কার্তিক নস্কর ও অভীক চক্রবর্তী প্রমুখ।
সমগ্র অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করে পণ্ডিত মনোজ পান্ডে, শ্রীকান্ত মন্ডল, সমীর দেব, অনুপম প্রামানিক প্রমুখদের তবলা সঙ্গত।
সেই সঙ্গে শান্তনু রায়ের সুনিয়ন্ত্রিত সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। এদিনের অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চটি সুন্দর করে সাজিয়ে তুলে ছিলেন রাহুল দেবনাথ ও গৌরব হালদার।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: সচিবালয়ের ৩ নং সভাকক্ষে আজ এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সফটওয়ার ডেভেলপার হিসেবে নির্বাচিত ৩০ জন প্রার্থীকে অফার লেটার প্রদান করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা তাদের হাতে অফার লেটারগুলি তুলে দেন। নির্বাচিতদের হাতে অফার তুলে দিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
এই প্রকল্পে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা প্রতিভা ও দক্ষতার দিক থেকে কোনও অংশেই কম নয়। রাজ্য সরকার রাজ্যের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট রয়েছে। আজ যারা অফার পেয়েছেন তারা সবাই আমাদের দেশের এবং রাজ্যের ভবিষ্যত। দেশ ও রাজ্যকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে আই.টি. হাব গড়ে তোলা এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী অফার প্রাপকদের শুভেচ্ছা ও কর্মজীবনে তাদের সফলতা কামনা করেন। অফার লেটার প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কৃষ্ণ রাজু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নির্বাচিত এই ৩০ জন প্রার্থীকে রাজ্যের আই.টি. শিল্প সংস্থায় সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আই.টি. সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন বৃত্তি হিসেবে তারা প্রত্যেকে মাসিক ১০ হাজার টাকা করে পাবেন। ৬ মাসের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আইটি, সংস্থায় স্থায়ীভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা করে তাদের প্রত্যেককে প্রদান করা হবে। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং রাজ্যের আইটি, সংস্থাগুলিতে দক্ষ জনশক্তি প্রদান করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে অধিকর্তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় হাজার লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচির উপর পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর: গতকাল আগরতলা সোনারতরী স্টেট গেস্ট হাউসে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বিভিন্ন কর্মসূচির কাজের বাস্তবায়ণ নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ সহ অন্যান্য অফিসারেরা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন হলো ভারতের সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি।
এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যপরিষেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেও এই কর্মসূচির আওতায় বহু ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। বৈঠকে ২০২৫- ২৬ অর্থবর্ষের নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়।
রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, কোথায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে আরও উন্নতি করা যায়-এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, টীকাকরণ, জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর পরিষেবা উন্নয়ন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা করে পর্যালোচনা করা হয়।

পূর্ব চাম্পামুড়ায় বিশালগড় পুলিশের গাঁজা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ ডিসেম্বর: শুক্রবার দুপুরে বিশালগর থানার ওসি বিজয় দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী বিশালগড় থানার অন্তর্গত পূর্ব চাম্পামুড়া রাজিব ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় সরকারি খাস জমিতে গড়ে ওঠা গাঁজা বাগানে হানা দেয়। একাধিক প্লটে আনুমানিক প্রায় ৫০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে।
এদিন বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস জানিয়েছেন বেশ কয়েকদিন ধরেই পুলিশের কাছে গোপন খবর ছিল যে পূর্ব চাম্পামুরা এলাকার রাজীব ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে গাঁজা বাগান গড়ে উঠেছে। শুক্রবার বিশালগড় থানার ওসির বিজয় দাসের নেতৃত্বে ওই এলাকায় গাঁজা বাগানে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা গাঁজা বাগানগুলি ধ্বংস করে।
তবে এদিনের এই অভিযানে গাঁজা চাষিরা পুলিশ আসার টের পেয়ে পালিয়ে যায়, যার ফলে গাঁজা চাষীদের আটক করতে পারেনি পুলিশ। ওসি বিজয় দাস আরো জানিয়েছেন ওই এলাকায় পুলিশের সোর্স মোতায়েন করা হয়েছে যাতে করে ওই এলাকার সবগুলি গাঁজা বাগানের খবর নিতে পারে পুলিশ সেই অনুযায়ী সবগুলি গাঁজা বাগানে হানা দেওয়া হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানান।

মহারাজগঞ্জ বাজারে বড়দেওয়ালী মন্ডলের ‘হর ঘর স্বদেশী’ অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর:শুক্রবার আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত হলো ‘হর ঘর স্বদেশী’ অভিযান। ৮ নম্বর টাউন বড়দেওয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বাজারজুড়ে স্বদেশী পণ্যের প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশে বিভিন্ন দোকানে স্টিকার লাগানো হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর শহর জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্জি, মন্ডল সভাপতি শ্যামল দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরেন সংগঠনের সদস্যরা।মন্ডলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে আগামী দিনেও এ ধরনের সচেতনতা অভিযান চলতে থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK
8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 06-12-2025, 01:11